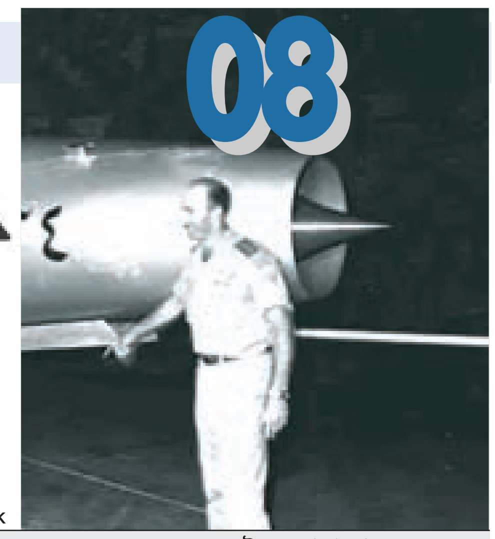

রাঁচি, বুধবার
22:11:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>044 >>05 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৪৪ >> << ০৫ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনালে পরাজিত ভারতীয় দলের পাশে থেকে বার্তা দিলেন শচীন তেণ্ডুলকর

আহমেদাবাদঃ দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট দলের। রবিবার ১৯ নভেম্বর গুজরাটের আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয় ভারত। এবার রোহিত শর্মার দলের পাশে দাঁড়ালেন শচীন তেণ্ডুলকর। রবিবার তিনি ফাইনালে মাঠে উপস্থিত ছিলেন। পুরো ম্যাচে ভারতীয় দলকে উৎসাহ দিয়েছেন। ভারতীয় দল টানা দশ ম্যাচ জিতেও ফাইনাল ম্যাচে জিততে না পারায় গোটা দল ভেঙে পড়েছে পরাজয়ে। শচীন খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ছিলেন। শচীন তেণ্ডুলকর রবিবার এই হারের প্রেক্ষিতে কিছু বার্তা দেননি। সোমবার ২০ নভেম্বর ভারতীয় সময় সন্ধ্যায় তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেল (পূর্ববর্তী ট্যুইটার)-এ জানিয়েছেন, ‘‘ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে শুভেচ্ছা জানাই। মেগা মঞ্চে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে ওরা ভাল ক্রিকেট খেলেছে। ভারতীয় দলকে ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। একটা হতশ্রী দিনে গোটা টুর্নামেন্টের স্বাদও নষ্ট করেছে। ক্রিকেটার, অনুরাগী ও শুভাকাঙ্খীদের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। হার খেলারই অঙ্গ। এও মনে রাখলে ভাল এই দলের ক্রিকেটাররাই প্রতি ম্যাচে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছিল।’’

বাজার দর
SENSEX : 65930.77 +275.62
NIFTY : 19783.40 +89.41

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.02 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.06 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

তালিবান ক্ষমতায় আসার পর আফগান নারীদের অনলাইন নিগ্রহ তিনগুণ বৃদ্ধি

কাবুল ঃ তালিবান গোষ্ঠী ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসার পর থেকে, সেদেশে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীদের নিশানা করে অনলাইন নিগ্রহ ও ঘৃণাভাষণ মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। সোমবার প্রকাশিত যুক্তরাজ্যভিত্তিক এক অধিকার গোষ্ঠীর রিপোর্ট থেকে এমনটা জানা গেছে। অলাভজনক সংস্থা সেন্টার ফর ইনফর্মেশন রেসিলিয়েন্স পরিচালিত ‘আফগান উইটনেস’ প্রকল্প জানিয়েছে, ২০২১ সালের জুন-ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের জুন-ডিসেম্বরের মধ্যে অনলাইনে নারীদের নিগ্রহমূলক পোস্ট তিনগুণ অর্থাৎ ২১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মিয়ানমারে এই ধরনের গবেষণা থেকে অর্জন করা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে, আফগান উইটনেসের বিশেষজ্ঞদল এক্স (সাবেক ট্যুইটার) থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং তালিবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে নারীদের উপর অনলাইন নিগ্রহের প্রকৃতি বুঝতে ছয়জন আফগান নারীর বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তদন্তকারী দল স্থানীয় আফগান ভাষা দারি ও পাশতোতে লেখা ৭৮ হাজারের বেশি পোস্ট সংগ্রহ করেছে এবং বিশ্লেষণ করেছে, যেগুলো প্রায় ১০০ জন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় আফগান নারীর অ্যাকাউন্টকে নিশানা করে পোস্ট করা হয়েছে। এই রিপোর্টের লেখক বলেছেন, সাক্ষাৎকারগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে, অনলাইনে অপমানজনক পোস্টের বিস্তার নারীদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে সাহায্য করেছে। সাক্ষাৎকারে আফগান নারীরা জানিয়েছেন, তাঁরা পর্ণগ্রাফিক বিষয় সম্বলিত বার্তা পেয়েছেন। সেই সঙ্গে যৌন সহিংসতা ও মৃত্যুর হুমকিও দেওয়া হয়েছে তাঁদের। আমার ধারণা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে ঘৃণা তারা দেখায় তার সঙ্গে বাস্তব জীবনে তারা যা মনে করে তার ফারাক নেই, এক নারী আফগান উইটনেসকে বলেন। এই রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে তালিবান সরকারের মুখপাত্রকে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আকস্মিক কিয়েভ সফর

নিউ ইয়র্ক ঃ ইউক্রেনের নেতাদের প্রতি পশ্চিমা সংহতি জানাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন সোমবার আচমকা কিয়েভে হাজির হন। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র।

জেলেনস্কি বলেন, আপনার আগমন ইউক্রেনের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। আমেরিকার জনগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, কঠিন কয়েক মাস ও বছরে তারা আমাদের সঙ্গে রয়েছে।

সোমবার তাঁদের বৈঠকে অস্টিন ইউক্রেনের জনগণের দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের প্রশংসা করেছেন এবং ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি জেলেনস্কিকে বলেন, আজ আমি আপনার জন্য যে বার্তাটি এনেছি তা হল, যুক্তরাষ্ট্র আপনার পাশে রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদের জন্য আমরা আপনার সঙ্গে থাকব। ইউক্রেনে যা ঘটছে তা শুধু ইউক্রেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং বিশ্বের বাকি অংশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলেছেন, আসন্ন শীতকালীন লড়াই নিয়ে আলোচনা করতে এবং আগামীতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে পরিকল্পনা করতে অস্টিন কিয়েভে যান। এই সফরের নিরাপত্তার খাতিরে নাম না প্রকাশ করার শর্তে এক সিনিয়র প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, আমরা নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি এবং শীতকাল জুড়ে এমনটা করে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি।

গাজার উত্তরাঞ্চলে হাসপাতালের কাছে ইসরাইলি সেনা ও হামাসের তীব্র লড়াই

গাজা ঃ হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরাইল আক্রমণ জোরালো করায় গাজা ভূখণ্ডের উত্তরাঞ্চলে এক হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় সোমবার তীব্র লড়াই চলেছে। গাজার হামাস চালিত স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, ইন্দোনেশীয় হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় গোলার আঘাতে অন্তত ১২ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এ বিষয়ে মন্তব্য করেনি। ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রী রেতনো মারসুদি এই হামলার নিন্দা করে ইসরাইলকে দায়ী করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, গাজায় ইন্দোনেশীয় হাসপাতালে ইসরাইলি হামলার তীব্র নিন্দা করছে ইন্দোনেশিয়া। এই হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। এই হামলা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের স্পষ্ট লংঘন। সব দেশ, বিশেষ করে ইসরাইলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যে দেশগুলির, তাদের প্রভাব ও সক্ষমতাকে ব্যবহার করে ইসরাইলকে এই নির্মমতা থামাতে বলা উচিত। এদিকে, গাজার শিফা হাসপাতাল থেকে রবিবার ২৮টি প্রিম্যাচিওর শিশুকে মিশরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে মিশরের সরকারি সংবাদ সংস্থা। ইউনিসেফের টনি ফ্রিকার বিবিসি-কে বলেন, সদ্যজাত শিশুদের রবিবার সরিয়ে আনার অভিযান ছিল ভীষণ বিপজ্জনক ও খুবই কঠিন। ফ্রিকার আরও বলেন, এই শিশুদের অভিভাবক ও সম্পর্কিত পরিবারের সদস্যদের চিহ্নিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে ইউনিসেফ। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ ‘আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন’। ইসরাইল রবিবার একটি ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেছে যে, শিফা হাসপাতালের নিচে হামাস জঙ্গি গোষ্ঠী সুড়ঙ্গ খনন করেছে। হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরাইল তাদের তল্লাশি ও ধ্বংস ক্রিয়া জারি রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

মিস ইউনিভার্স ঃ মিস নিকারাগুয়া শেনিস প্যালাসিওস মুকুট জিতেছেন

এল সালভাদর ঃ মিস নিকারাগুয়া শেনিস প্যালাসিওস শনিবার গভীর রাতে এল সালভাদরে মিস ইউনিভার্স মুকুট জিতেছেন। তার দেশ থেকে তিনিই প্রথম এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছেন। প্যালাসিওস একজন ২৩ বছর বয়সী কমিউনিকোলজিস্ট। তিনি বলেন, তিনি নিজে এংজাইটি ডিজঅর্ডারে ভোগার পরে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য কাজ করতে চান। মিস থাইল্যান্ড অ্যানটোনিয়া পোরসিল্ড প্রথম রানার-আপ এবং মিস অস্ট্রেলিয়া মোরায়া উইলসন দ্বিতীয় রানার-আপ হয়েছেন। প্রতিযোগিতার ৭২তম সংস্করণে ৮৪ জন নারী মুকুটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। যে প্রশ্নোত্তরটি প্যালাসিওসকে মুকুট জিতিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, সেটি হলো, কোন নারীর ভূমিকায় তিনি এক বছর কাটাতে চান। প্যালাসিওস আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দেন, ১৮ শতকের ইংরেজ লেখক এবং দার্শনিক মেরি ওলস্টোনক্রাফট। ওলস্টোনক্রাফট নারী অধিকারের একজন প্রবক্তা। তাকে নারীবাদের অন্যতম অগ্রদূত বলে বিবেচনা করা হয়। প্যালাসিওস বলেন, তিনি নারী-পুরুষের বেতন বৈষম্যের অবসান ঘটাতে কাজ করতে চান যাতে নারীরা যেকোনো ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে।

শেষবার এল সালভাদরে মিস ইউনিভার্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। এই বছরের অনুষ্ঠানটি প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যেখানে তার প্রশাসনের অধীনে করা পরিবর্তনগুলো, বিশেষ করে দেশের নিরাপত্তা ব্যাবস্থার ব্যাপক উন্নতি, তিনি সবাইকে দেখাতে পারেন।

মেয়াদ নিয়ে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বুকেলে পুনঃনির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি তার দেশের অপরাধ চক্রগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য তিনি আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।

গ্যাং সহিংসতা বৃদ্ধির পটভূমিতে ২০২২ সালের মার্চ মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পর থেকে, যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই ৭২ হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মানব পাচার ▶ মিয়ানমারে আটকে পড়া থাই নাগরিকদের কয়েকজন মানব পাচারের শিকার

মিয়ানমার থেকে চীন হয়ে শত শত থাই নাগরিককে তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে সরিয়ে নেয়া হবে

নেপিদো ঃ মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে জান্তা সেনা এবং সশস্ত্র জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যকার লড়াইয়ে আটকে পড়া দুই শতাধিক থাই নাগরিককে চীন হয়ে থাইল্যান্ডে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে বলে রবিবার থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, যারা ২০২১ সালের একটি অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি শহর এবং সেনাচৌকির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে।

গত মাসে তিনটি জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জোট এবং গণতন্ত্রপন্থী যোদ্ধাদের শুরু করা বৃহত্তম সমন্বিত আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মাঝে তারা উত্তরের কিছু অংশেও বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে।

থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ২৬৬ জন থাই এবং একটি অনির্দিষ্ট সংখ্যক ফিলিপিনো ও সিঙ্গাপুরবাসীকে উত্তর শান রাজ্যের লাউকাইং থেকে মিয়ানমার-চীন সীমান্তে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

রয়্যাল থাই আর্মি দ্বারা ২০২৩ সালের ১৮ নভেম্বর তোলা এবং প্রকাশ করা এই হ্যান্ডআউট ছবিতে দেখা যাচ্ছে, থাই সামরিক কর্মকর্তাকে থাইল্যান্ডে ফিরে আসার পরে মা সাই যাওয়ার বাসে ৪১ জন থাই নাগরিকের সাথে দেখা যাচ্ছে। এই নাগরিকরা মিয়ানমারে আটকা পড়েছিলেন।

মানব পাচার আর টেলিকম জালিয়াতি

তাদেরকে চীনে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে এবং তারপর চীনের কুনমিং শহর থেকে দুটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ব্যাংককে নেয়া হবে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। সেখানে মানব পাচার এবং কোনো প্রকার অপরাধমূলক রেকর্ড তাদের আছে কিনা, সে সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।

এর আগে থাই কর্তৃপক্ষ বলেছিল, মিয়ানমারে আটকে পড়া থাই নাগরিকদের কয়েকজন মানব পাচারের শিকার এবং তাদের কেউ কেউ টেলিকম জালিয়াতি চক্রের সাথে জড়িত থাকতে পারে।

মন্ত্রণালয় স্বদেশ প্রত্যাবাসন ফ্লাইটের সময় নির্দিষ্ট করে জানায়নি তবে তারা বলেছে, দলটি রবিবার চীনা সীমান্তের দিকে যাত্রা করেছে। জাতিসংঘের মতে, মিয়ানমারসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া টেলিকম এবং অন্যান্য অনলাইন জালিয়াতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কয়েক লক্ষ মানুষকে অপরাধী চক্রগুলোর মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে, এবং তাদেরকে স্ক্যাম সেন্টার এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রমে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে।

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

জলপাইগুড়ি ঃ ফের এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ময়নাগুড়িতে। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা যায়, মৃত গৃহবধূর নাম শান্তনা রায় (২০)। ঘটনার পর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। রবিবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, শারীরিক ভাবে অসুস্থ্য ছিল শান্তনা। মাঝে মধ্যেই চিকিৎসা করানোর জন্য বাপের বাড়ি যেতে হতো তাকে। এই অবস্থায় তাকে গত বুধবার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যায় । তারপর গতকাল সন্ধ্যায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের বিষয়টি ফোন করে জানানো হয় বলে জানা গিয়েছে। গৃহবধুর বাপের বাড়ির অভিযোগ, এর আগে শ্বশুর শাশুড়ি মিলে অত্যাচার করতো বলে অভিযোগ করেন। এমনকি পনের দাবিতেও অত্যাচার করা হতো। সেই কারণে এই ঘটনা বলেই অনুমান। ময়নাগুড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ উচ্চ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদেহটি রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়েছে।

সিপিএম নেতা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি

কাকদ্বীপ ঃ সালটা ছিল ২০০৯ । সেই সময় ঢোলাহাট থানা এলাকায় খুন হয় এক সিপিএম নেতা। আর এই খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় পাথর প্রতিমার বিধায়ক ঘনিষ্ট তৃনমূল নেতা মহিম উদ্দিন মোল্লার । এই ঘটনায় ১৫ বছর পর সেই অন্যতম অভিযুক্ত দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও পাথর প্রতিমা ব্লক সংখ্যালঘু সেলে সভাপতি মহিম উদ্দিন মোল্লা রবিবার ঢোলাহট থানাতে আত্মসমর্প করে। এরপর ঢোলাহাট থানার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩০২,১২০B ও ৩৪ আই পি সি ধারাতে মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে কাকদ্বীপ আদলতে পেশ করে । এই বিষয়ে পাথর প্রতিমার সিপি এম নেতা সত্যরঞ্জন দাস জানান, ২০০৯ সালে খুন হয় সিপিএম নেতা রফিক মোল্লা । এই খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিল তৃণমূল নেতা মহিম উদ্দিন মোল্লা। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল অভিযুক্ত।এরপর ২০১১ সালে তৃনমূল কংগ্রেস সরকারে আসে । এর পর এলাকায় ফেরে অভিযুক্ত। এরপর পাথর প্রতিমার বিধায়কের ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর ২০১৯ সালে পাথর প্রতিমা এলাকায় খুন হয় আর এক সিপিএম নেতা। এই খুনের পিছনে হাত ছিল তৃণমূলের। তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে একের পর এক অভিযুক্তদের আড়াল করে রেখেছিল দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে রফিক খুনের মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। আমরা চাই অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। অন্যদিকে সুন্দরবন তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন, পারিবারিক শত্রুতার জেরে এই খুনের ঘটনা ঘটেছিল। আর তাতে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা। এই খুনের ঘটনায় সঙ্গে তৃণমূলের কেউ যুক্ত নেই। আইন আইনের পথে চলবে । দোষীরা শাস্তি পাবে।

৪০ লিটার চোলাই মদ সহ ১ জনকে গ্রেফতার করলো পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার পুলিশ

পূর্ব বর্ধমান ঃ ৪০ লিটার চোলাই মদ সহ ১ জনকে গ্রেফতার করলো পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার পুলিশ,।অভিযুক্ত চোলাই মদ কারবারির বিরুদ্ধে মাধবডিহি থানার পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজ্জু করে রবিবার বর্ধমান আদালতে পাঠালো পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় অভিযুক্ত চোলাই মদ কারবারির নাম অনুপ মাঝি, তার বাড়ি বড়বৈনান অঞ্চলের বাতাসপুর গ্রামে। মাধবডিহি থানার সাবইন্সপেক্টর কল্লোল কবিরাজ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাতাসপুরের তার বাড়ি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন।পুলিস সূত্রে জানা যায় চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান আরো জোরদার করা হবে আগামী দিনে।

নদীকে বাঁচাতে নদীর তীরে জ্বলে উঠলো ১০৮ টি পঞ্চ প্রদীপ

গঙ্গাসাগর ঃ দিনের পর দিন গঙ্গা দূষণ বেড়ে চলেছে আর এই গঙ্গা দূষণের ফলে নদীতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দের অস্তিত্ব সংকটে । গঙ্গা দূষণ রোধ করার লক্ষ্যে শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কপিল মুনি আশ্রমের সামনে গঙ্গাসাগরের সমুদ্র সৈকতে ১০৮ জন পুরোহিতের উপস্থিতিতে গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করে গঙ্গাসাগর ব্লক প্রশাসন। এদিন গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন গঙ্গাসাগরের সমুদ্র সৈকতে গঙ্গা আরতির মাধ্যমে গঙ্গার দূষণ রোধ করার লক্ষ্যে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে বার্তা দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাসাগরের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহসভাপতি স্বপন কুমার প্রধান উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাসাগরের বিডিও ও জয়েন বিডিও। এ বিষয়ে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মন্ডল তিনি জানান, কেন্দ্র সরকারের নমমি গঙ্গা যে প্রকল্প রয়েছে সেই প্রকল্পের আওতায় গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। গঙ্গা দূষণের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এখন বিলুপ্তের পথে। মাছের চারা গঙ্গা দূষণের ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরফলে মৎস্যজীবীদের পেশা সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষদের। মানব সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা মাস কয়েক মাস পরেই শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা। আর এই গঙ্গাসাগর মেলা কে কেন্দ্র করে রাজ্য ও ভিন্ন রাজ্যের কয়েক লক্ষ্য মানুষের সমাগম হবে গঙ্গাসাগর কপিল মুনি মন্দির চত্বরে। গঙ্গাসাগর মেলার আগে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে ও গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে আমাদের এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর ছাড়াও এই গঙ্গা আরতির ব্যবস্থা করা হয় কাকদ্বীপ লট নম্বর ৮ জেটি ঘাটে। কাকদ্বীপে গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গোসাবা ব্লকের অন্তর্গত রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জটিরামপুর খেয়াঘাট ও জেটি সংলগ্ন এলাকা ক্রমশ নদীর ভাঙনে নদী গর্ভে চলে যেতে বসেছে

গোসবা ঃ গোসাবা ব্লকের অন্তর্গত রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জটিরামপুর খেয়াঘাট ও জেটি সংলগ্ন এলাকা ক্রমশ নদীর ভাঙনে নদী গর্ভে চলে যেতে বসেছে। সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের তৈরী কংক্রিটে জেটিঘাটের একাংশ ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে চলেও গিয়েছে। সেই অবস্থার মধ্যে আবার নতুন করে জেটিঘাট সংলগ্ন গোমর নদীর যে চর রয়েছে সেই চরের একটাও বড় অংশ নদীগর্ভে বসে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন কর্মসূচি

মালদা ঃআন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন কর্মসূচি। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও শিশু সুরক্ষা ইউনিট মালদার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। এই মর্মে মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে দুটি সুসজ্জিত ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ্র সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জানা গেছে এই দুটি ট্যাবলো শহর এবং গ্রাম গঞ্জের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে শিশু সুরক্ষা,বাল্যবিবাহ রোধ করার সহ বিভিন্ন বিষয়কে সচেতন করবে সাধারণ মানুষকে।

নবনির্মিত মা শ্যামা কালী মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করলেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের স্বামীজি তপহরানন্দজী মহারাজ

মালদা ঃনবনির্মিত মা শ্যামা কালী মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করলেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের স্বামীজি তপহরানন্দজী মহারাজ। সঙ্গে ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার ৯নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পলি সরকার সিং, বিশিষ্ট সমাজসেবী কার্তিক সিং, সৌমিত্র সরকার, পার্থ মুখার্জী সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ। কাউন্সিলর পলি সরকার সিংয়ের উদ্যোগে ৯নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ বালুচর এলাকায় দীর্ঘদিনের পুরনো মন্দিরকে নতুন রূপে নির্মাণ করে সৌন্দর্যায়ন করে তোলা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় চতুর্দশী তিথিতে নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনে বিভিন্ন ধরনের ভক্তিমূলক গানবাজনা ও ভজনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় মা শ্যামা কালী পুজিত হবেন সেই নবনির্মিত মন্দিরে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখতে এলাকার মানুষরা ভিড় জমায়। আগামী চার দিন ধরে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকাবাসীরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠবেন বলে জানান কাউন্সিলর পলি সরকার সিং।

অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান তুফানগঞ্জ থানা ও আবগারি দপ্তরের

কোচবিহার ঃ অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। রবিবার তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বলরামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শোলাডাঙ্গা, সেনপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর যৌথভাবে অভিযান চালায়। থানা সূত্রে খবর গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বলরামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও আবগারি দপ্তর অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে মোট ২০ বিঘা গাজার চাষ নষ্ট করে দেয় পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। এ বিষয়ে আবগারি দপ্তরের কর্তব্যরত আধিকারিক সিজু বর্মন বলেন গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর পেয়ে আজ অভিযান চালানো হলো অভিযান চালিয়ে বলরামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে বাড়ির উঠোন ও কৃষি জমিতে চাষ করা গাঁজার গাছ নষ্ট করা হলো। প্রতিনিয়ত পুলিশ ও আবগানি দপ্তরের পক্ষ থেকে অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে।

প্রথা মেনে পুজো চলছে জলপাইগুড়ির দেবী চৌধুরানী মন্দিরে

জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘ প্রায় আড়াইশো বছরেও পুরনো জলপাইগুড়ি দেবী চৌধুরানী মন্দির। ইতিমধ্যেই নিত্য পূজো শুরু হয়েছে মন্দিরে। ভক্তদের উপস্থিতি সকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে।উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মন্দির গুলির মধ্যে একটি হলো জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানী শশ্মান কালী মন্দির। কথিত আছে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবী চৌধুরানী। নিত্য পুজোর পাশাপাশি কালীপুজোর রাতে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় এই মন্দিরে।

জোংড়াদহ মন্দিরের কালীপূজোতে যেন মিলনক্ষেত্র সীমান্তবর্তী করিমপুর

নদীয়া জেলার করিমপুর থানার অন্তর্গত বাথানপাড়ার জোংড়াদহ মন্দিরের কালীপুজো এবার ৪৩ বছরে পা রাখলো। পুজোকে কেন্দ্র করে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে অঞ্চলটি, দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন বহু মানুষজন। জাতিধর্মের ভেদাভেদ ভুলে পাঁচ দিনের মেলা প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে মিলনক্ষেত্র। পুজোর সূচনা ও জোংড়াদহ মন্দির তৈরীর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্থানীয় মানুষজনের কথাতে, পথদুর্ঘটনার জেরে এই পুজো শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণনগরকরিমপুর রাজ্য সড়কের ঠিক এই জায়গায় একসময় দুর্ঘটনা ছিল রোজদিনের ব্যাপার। ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠীর দিন জোংড়াদহে উল্টে যায় একটি বাস। এই দুর্ঘটনাতে মৃত্যু হয় আট জনের। সেই বছর থেকেই এখানে কালীপুজো শুরু হয়। প্রথম ১০ বছর পুজো হতো টালির ছাউনি দেওয়া মন্দিরে। তারপরে বানানো হয় ইটের তৈরী পাকা মন্দির। জেলার অনেক মানুষ জোংড়াদহের পুজো দেখতে আসেন, মানতও করেন বহুজনে। এখানে মাটির প্রতিমাতে দেবী পূজিত হন না। বছর চারপাঁচেক আগে দেবীমূর্তি গড়া হয়েছে পাথর খোদাই করে। করিমপুরের সমস্ত বাজার ঘুরে দেওয়া হয় ঘট বিসর্জন। উৎসব যে জাত ধর্মের সংকীর্ণ ভেদাভেদকে তোয়াক্কা না করে সকলকে ভ্রাতৃত্বের পাঠ দেয় তারই এক স্পষ্ট উদাহরণ হল জোংড়াদহ মন্দিরের মেলা প্রাঙ্গণ। বিভেদ বৈষম্য ভুলে এখানে এক আনন্দে মাতেন সকলে। মন্দিরের পেছনের দিকে বাঁধা হয় মঞ্চ। নৃত্যানুষ্ঠান, বাউল ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতি সন্ধ্যায় গমগম করে পুজো প্রাঙ্গণ। সাথে মেলা জুড়ে বসে নানাবিধ পণ্যের দোকান।

গোপালপুরে তৃণমূলের প্রীতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো

কাঁকসা ঃ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে রবিবার কাঁকসার গোপালপুরে তৃণমূলের প্রীতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো।
রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ গোপালপুর হাট তলায় কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবাণী ভট্টাচার্য্য, সহ সভাপতি জয়জিত মন্ডল,কাঁকসা গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি সজ কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কমগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।
ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ ১০০ দিনের কাজ করে সেই টাকা পায় নি। কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না উল্টে নানান অজুহাত দেখাচ্ছে।
তারই প্রতিবাদে তারা আন্দোলনে নেমেছেন।
যতদিন না কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের বকেয়া টাকা দিচ্ছে ততদিন কাঁকসা ব্লকের ভিবিন্ন প্রান্তে আগামী দিনেও লাগাতার আঃেদালন চলবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএম

শিলিগুড়ি। রাজ্যজুড়ে রেশন দুর্নীতির প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে একটি প্রতিবাদ মিছিল করলো সিপিআইএম দুই নম্বর এরিয়া কমিটি। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শিলিগুড়ি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে চার্চ রোডে অবস্থিত খাদ্য ভবনের কার্যালয় সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিপিআইএম নেতা কর্মীরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। এবার রেশন সামগ্রী বন্টন নিয়েও দুর্নীতিতে ছড়িয়েছে তারা। তাদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলে ধরে সিপিআইএমের নেতা কর্মীরা। একই সাথে রেশন সামগ্রী কোথায় কিভাবে বন্টন করা হয়েছে তার সাথে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হয় তারও দাবি তুলে ধরা হয়।

না ইনসাফির বিরুদ্ধে ইনসাফ যাত্রা

জলপাইগুড়ি ঃ ক্ষেতে যখন বুনো শুকোর ঢোকে তখন তাকে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাড়াতে হয়। ইনসাফ যাত্রা করতে জলপাইগুড়িতে এসে এই ভাষায় রাজ্যের দুর্নীতি নিয়ে কটাক্ষ করলেন ডি ওয়াই এফ আই এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জী। সোমবার জলপাইগুড়ি শহরের সমাজ পাড়া মোড় থেকে ঢাক ঢোল বাজিয়ে শুরু হয় চতুর্থ দিনের ইনসাফ যাত্রা। এদিন জলপাইগুড়ি জেলায় ইনসাফ যাত্রা শেষ করে রাতে শিলিগুড়ি চলে যাবেন পদযাত্রীরা।

হরিশ্চন্দ্রপুর রেল স্টেশনে লাইনচ্যুত মালগাড়ি

মালদা ঃহরিশ্চন্দ্রপুর রেল স্টেশনে লাইনচ্যুত মালগাড়ি। লাইনচ্যুত হয়ে পাল্টি খেয়েছে মালগাড়ির একটি বগি। রেল সূত্রে জানা গেছে, মালগাড়িটি পাকুড় স্টেশন থেকে কাটিহারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। লাইন পরিবর্তন করতে গিয়েই এই বিপত্তি। সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন চত্বরে। ঘটনাস্থলে রেলের আধিকারিক এবং রেল পুলিশেরা। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে রেলের পক্ষ থেকে।

দুই গৃহ শিক্ষকের হাতাহাতি মাথা ফাটলো শিক্ষকের

মালদা ঃদুই গৃহ শিক্ষকের হাতাহাতি মাথা ফাটলো শিক্ষকের।ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের নুরপুর অঞ্চলের হাজারিপাড়া গ্রামে।আহত এক শিক্ষক আশঙ্কা জনক ভাবে মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনায় অভিযোগ দায়ের মানিকচক থানায়।অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে,জখম শিক্ষকের নাম রবিউল ইসলাম (২৮)। চিকিৎসাধীন মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে জানা গিয়েছে বাহারালের দক্ষিণ সাহাপুরের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম নুরপুরে প্রত্যকদিন গৃহ শিক্ষকতা করতে আসেন। সোমবার নুরপুরের হাজারীপাড়া এলাকায় আসতেই তারই এক বন্ধু অপর শিক্ষক অসিত রায় দলবল নিয়ে রবিউলের উপরে হামলা করে চালায়।লোহার শাবল দিয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়।এমনকি চাকু দিয়ে প্রাণনাশের চেষ্টা হয়।ঘটনার চিৎকারে স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দারা ছুটে আসতেই সেখান থেকে চম্পট দেয় অসিত রায় সহ তার দলবল। রক্তাত্ব অবস্থায় গ্রামের বাসীন্দারা তাকে উদ্ধার করে মানিকচক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিউল ইসলাম বলেন,কয়েক বছর ধরে তার বন্ধু অসিত রায়ের সাথে একত্রিত ভাবে কোচিং সেন্টার চালাতেন।কয়েক মাস আগে আর্থিক কারণে তার কোচিং সেন্টার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি।এমনকি নুরপুর এলাকাতে আলাদা ভাবে গৃহ শিক্ষকতা শুরু করেন।আর এই কারণেই রাগে এদিন তার ওপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।ঘটনায় আহতর পরিবারের পক্ষ থেকে মানিকচক থানায় অভিযোগ ও দায়ের করা হয়েছে।

মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশী শুরু হয়েছে

সড়কের ধারের বিভিন্ন জমিতে মাটি ভরাটের অভিযোগ উঠেছে

মালদা ঃ সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে পুরাতন মালদা সাহাপুর এবং মুচিয়া এলাকার রাজ্য সড়কের ধারের বিভিন্ন জমিতে মাটি ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। মাটি মাফিয়ারা রীতিমতো প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েই প্রকাশ্যেই ডাম্পার বোঝাই করেই বেআইনিভাবে জমির ভরাট করছে বলে অভিযোগ। এমনকি সাংবাদিকদের সামনেও বেপরোয়া মাটি মাফিয়ারা প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। হিম্মত থাকলে কাজ বন্ধ করে দেখানোর হুমকিও পর্যন্ত দিচ্ছেন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিস্কো মোর এলাকার মাটি মাফিয়ার দলবল। প্রতিদিনই বেআইনিভাবে মাটি ভরাটের কারণে কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব মার খাচ্ছে রাজ্য সরকারের। বিষয়টি জানতে পেরে পুরাতন মালদার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর একটি তদারকি টিমও ওই এলাকায় পাঠিয়েছে। পুরাতন মালদা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুব্রত চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কোনরকম ভাবেই মাটি ফেলার বা ভরাটের কাজ কেউ করতে পারে না। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে টিম পাঠানো হয়েছে। কোথাও কোনো বেআইনি ভরাটের অভিযোগ থাকলে অবশ্যই তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া পঞ্চায়েতের মহামায়া মন্দির থেকে সামান্য এগিয়েই ডুমুরতলা এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারেই বেপরোয়া ভাবে ডাম্পার বোঝায় মাটি ফেলার কাজ চলছে। কোথাও আমবাগানে, আবার কোথাও গর্ত জমিতেই প্রতিদিন সকাল হতেই অসংখ্য ডাম্পারে করে মাটি ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন মাফিয়ারা বলে অভিযোগ। এর ফলে যেমন ধীরে ধীরে আম বাগান কমে যাচ্ছে তার সাথেও নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এলাকার মানুষও মাটি মাফিয়াদের হুমকির জেরে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না। এমনকি সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আড়ালে আবডালে প্রশাসনকে জানালেও ভয়ে নিজেদের নাম প্রকাশ করতে চাইছেন না। ডুমুরতলা এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, সাহাপুর ডিস্কো মোড় এলাকার মাটি মাফিয়ার দল বেআইনিভাবে ডুমুরতলা এলাকার আশেপাশে জায়গা ভরাট করছে। অথচ প্রশাসন কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার ইংরেজবাজার শহরের গোলাপট্টি এলাকার জৈনক ব্যবসায়ী সাহাপুরের মাটি মাফিয়াদের সাহায্যে মুচিয়ার ডুমুরতলা এলাকার এই জমি ভরাটের কাজ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও জনৈক ওই ব্যবসায়ীর বক্তব্য, বাগান বদলে বাণিজ্যিকভাবে গোডাউন হবে। তাই এখানে মাটি ভরাটের কাজ করা হচ্ছে। এই কাজ কোনরকম বেআইনি নয়। কিন্তু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে যে রাজস্ব না দিয়েই মাটি ফেলার কাজ চলছে সেব্যাপারে অবশ্য কোন সদুত্তর দিতে পারে নি ওই ব্যবসায়ী।
ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এক ডাম্পার মাটি ফেলার ক্ষেত্রে রয়ালিটি অন্তত কুড়ি হাজার টাকা কাটতে হয়। কিন্তু এই এলাকায় প্রতিদিনই অসংখ্য ডম্পারে মাটি বোঝায় করে জমি ভরাট করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব মার খাচ্ছে রাজ্য সরকারের।

উত্তর দিনাজপুরে চার লাইনে ডিভাইডারে গাড়ির ধাক্কায় আহত ৫ যুবক

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। করণদিঘির আন্ধারিয়া থেকে মুর্শিদাবাদে দিকে বিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে। সুভাসগঞ্জ ফোর লাইনে ডিভাইডারে ধাক্কা মার একটি গাড়ি। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি পৌঁছায় ফায়ার ব্রিগেডে দুটি ইঞ্জিন সহ ফায়ার ব্রিগেডের অফিসাররা। ঘটনার খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশের । ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার বিগেট পাঁচজন যুবককে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করে।

শিলিগুড়ি, কলকাতা ও শিলিগুড়িতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক শাখার বাইরে দুই কর্মচারীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃকর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির রোডে অ্যাক্সিস ব্যাংক এর চেস্ট হাউজের সামনে কর্মবিরতি ডেকে বিক্ষোভ কর্মীদের। জানা যায় পোস্টার লাগানকে কেন্দ্র করে দুই কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। তারই প্রতিবাদে শিলিগুড়ি এবং কলকাতাতে বিক্ষোভ করে কর্মীরা। জানা গিয়েছিল একাধিক দাবি নিয়ে একটি পোস্টার লাগিয়েছিল ওই দুই কর্মী। বিক্ষোভকারীদের দাবি অবিলম্বে দুই কর্মীকে কাজে ফেরাতে

সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো কাঁকসা থানার পুলিশ

কাঁকসা ঃ সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত দুই জনকে সোমবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করলো কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত দুই জনের নাম ইয়াস নবী শেখ ও আলামিন শেখ।
ধৃত দুই জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। আজ ভোর রাতে ধৃত দুই জন কাঁকসার গ্লঙ্খ মোড়ের কাছে একটি স্কর্পিও গাড়ি নিয়ে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করার খবর পেয়ে ওই দুজনকে কাঁকসা থানার পুলিশ আটক করে গাড়ির বৈধ কাগজ দেখতে চাইলে ওই দুই জন গাড়ির বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় ও তাদের দু জনের কোথায় অসঙ্গতি দেখে কাঁকসা থানার পুলিশ দুই জনকে গ্রেফতার করে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নির্বাচন ২০২৪ ঃ নৌকা পেলেই এমপি!

ঢাকা (রশীদ স্বপন)ঃ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে ফর্ম কেনার রীতিমতো হিড়িক পড়েছে। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ছাড়াও সাবেক আমলা, ক্রিকেটার, ফুটবলার, অভিনেত্রী, সাংবাদিক সবাই লাইন দিয়েছেন।

এমনকি যারা জোট করার আশায় আছেন তারাও নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকাই চাইছেন।

চারদিনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে তিন হাজার ৩৬২টি। এতে দলটির আয় হয়েছে ১৬ কোটি ৮১ লাখ টাকা। মঙ্গলবার মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শেষ হয়ছে।

বিশ্লেষক ও আওয়ামী লীগ নেতা এবং প্রার্থী হতে ইচ্ছুকদের সাথে কথা বলে এর বেশ কয়েকটি কারণ জানা গেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ, ফর্ম ক্রেতারা মনে করছেন, বিএনপি যেহেতু নির্বাচনে যাচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে তাই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলে জয়ী হওয়া নিশ্চিতই বলা যায়। আর ২০১৪ সালের মতো হলে নির্বাচনে তেমন খরচও থাকবে না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হবে। এর বাইরেও কেউ প্রচার পেতে, কেউ সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না পেলেও উপজেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকারের আরও যে নির্বাচন আছে তাতে মনোনয়ন নিশ্চিত করার জন্য অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে জায়গা পেতে এটাকে ব্যবহার করতে চান। আর যিনি মনোনয়ন পাবেন তার সঙ্গে দর কষাকষিরও একটা পথ হবে এই মনোনয়ন চাওয়া।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বিএনপি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে না গেলেবিভিন্ন আসনে আওয়ামী লীগের অনেক বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার আশঙ্কা আছে এবার। কারণ আওয়ামী লীগের অনেক এমপিই এখন এলাকায় জনপ্রিয় নন। বিদ্রোহী প্রার্থীরা সেই সুযোগ নিতে চাইবেন। আর এর বাইরেও বিএনপিসহ আরো অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর সেটা হলেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নতুন এক পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে।

ঝালকাঠি-১ আসন থেকে এরইমধ্যে ১০-১২ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। তাদের একজন হলেন আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান মনির। তার কথা, ‘‘দলের হাইব্রিডরা এবারও তৎপর। এইরকম দুই হাজার হাইব্রিডের তালিকা করা হয়েছিলো ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। তাদের মধ্যে এমপিও

আছেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এর বাইরে কেউ প্রচার পেতে, কেউ যদি পেয়ে যাই এই মনোভাব থেকে। আবার কেউ মনে করছেন মনোনয়ন পেলেই জিতে যাবেন, শিওর শট। তবে আমাদের বিশ্বাস এবার ত্যাগী এবং জনপ্রিয়রাই মনোনয়ন পাবেন।

কক্সবাজারের টেকনাফ-উখিয়া আসনে এখন পর্যন্ত ১২ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। আরো অনেকে কিনতে পারেন বলে জানান টেকনাফ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল বাশার। তিনি নিজেও মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। তিনি বলেন, ‘‘এর আগেও দুইবার আমি মনোনয়ন চেয়েছি, পাইনি। এবার আশা করি পাবো। প্রধানমন্ত্রী যদি চান, আল্লাহ যদি রহমত করে তাহলে পাব। এত বছর ধরে রাজনীতি করছি আমাদেরও তো কিছু চাওয়া-পাওয়া আছে। এমপি হলে জনগণের সেবা আরো বেশি করতে পারব।

তার কথা, ‘‘একেক জনের মনোনয়ন ফর্ম কেনার একেক কারণ। কেউ কিনছেন ভবিষ্যতের আশায়। এবার না পেলেও ভবিষ্যতে পাবেন । কেউ কিনছেন প্রচার পাওয়ার আশায়। আবার কেউ কিনছেন এখানে মনোনয়ন না পেলেও উপজেলা বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মনোনয়ন পাবেন সেই আশায়।

টাঙ্গাইল-২ আসনে আওয়ামী লীগের এমপি তানভীর হাসান (ছোট মনির) মনে করেন, ‘‘দেশের সেবা করার আগ্রহ থেকেই হয়তো অনেকে এবার মনোনয়ন চাইছেন। তবে তাদেরই মনোনয়ন চাওয়া উচিত যাদের দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছা এবং অভিজ্ঞতা আছে। আমি ১৫ বছর জার্মানি ছিলাম। দেশে ফিরে মানুষের জন্য কাজ করতে রাজনীতি করছি।

তার কথা, ‘‘স্বাধীন দেশ সবাই মনোনয়ন চাইতে পারেন। অভিনেতা, খেলোয়াড়, সাংবাদিক সবাই চাইছেন। কিন্তু মনোনয়ন নির্ভর করছে শেখ হাসিনার ওপর।

চার দিনে ঢাকা বিভাগে ৭৩০টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৫৯টি, সিলেট বিভাগ ১৭২টি, ময়মনসিংহ বিভাগ ২৯৫টি, বরিশাল বিভাগে ২৫৮টি, খুলনা বিভাগে ৪১৬টি, রংপুর বিভাগে ৩০২টি ও রাজশাহী বিভাগে ৪০৯টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন মনে করেন, ‘‘আওয়ামী লীগ অনেক বড় দল। অনেক নেতা। অনেকেই এমপি হতে চান। তাই মনোনয়ন চাইছেন। এতে দোষের কিছু নাই। তবে মনোনয়ন তো দেবেন শেখ হাসিনা। এটা নিয়ে তিনি হোম ওয়ার্ক করেছেন। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাসহ নিজস্ব প্রার্থীদের ব্যাপারে নিজস্ব জরিপ আছে তার কাছে। তিনি জনপ্রিয়তা ও যোগ্যতা দেখে মনোনয়ন দেবেন।

এস এম কামাল হোসেন খুলনার একটি আসনের জন্য নিজেও মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘কেউ কেউ শিওর শট চিন্তা করে মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু এবার সেরকম হবে না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগও থাকবে বলে মনে হয় না।

২৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডেও বৈঠক বসবে। ওই বৈঠকে মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হবে। নির্বাচনের জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। জানা গেছে বিএনপির শেষ অবস্থান দেখে মনোনয়ন চূড়ান্ত হবে। জোটের মধ্য থেকে কাদের নৌকা প্রতীক দেয়া হবে তাও বিএনপির অবস্থানের ওপর নির্ভর করছে।

বিএনপি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে এলে আওয়ামী লীগ ‘পপুলার’ প্রার্থীদের বেছে নেবে। তা না হলে বর্তমান এমপিদেরই প্রাধান্য থাকবে। তবে নির্বাচন জমাতে বিদ্রোহীদের ব্যাপারে দলটি নমনীয় থাকবে বলে জানা গেছে।

এস এম কামাল হোসেন বলেন, ‘‘ক্রিকেটার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংবাদিক অনেকেই মনোনয়ন চাইলেও তারা পাবেন বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক প্রার্থীদেরই প্রাধান্য থাকবে। আর মনোনয়ন চূড়ান্ত হবার পর বিভিন্ন আসনে কোন্দল না হলেও মান অভিমান থাকবে।রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার মনে করেন, ‘‘নামহীন, গন্ধহীন এলেবেলে অনেকেই এবার মনোনায়ন ফরম কিনছেন। আমার মনে হয় তাদের বড় একটি অংশ কিনছেন প্রচারের আশায়। আর একটা কারণ হলে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলে জয় লাভের সমূহ সম্ভাবনা দেখছেন তারা। আর এর আগে শিওর শটের চিন্তা ছিলো। এবারও বিএনপি না থাকায় সেরকম না হলেও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলে জয়ী হওয়ার বেশ একটা সম্ভাবনা আছে। এবার শিওর শট নাও হতে পারে। কারণ অন্যান্য দল থাকবে। আরও কিছু বিষয় আছে।

মমতার গ্রেপ্তার! কেজরির দাবিতে জল্পনা

কলকাতা ঃ এক মুখ্যমন্ত্রীর মুখে অন্য মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারের আশঙ্কা। অভিযোগ বিরোধী নেতাদের জেলে পুরে ভোটে জিততে চায় বিজেপি। সাম্প্রতিক অতীতে দেশজুড়ে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের গতি বেড়েছে। রাজ্যে রাজ্যে অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তর। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।

একাধিক দুর্নীতির মামলার সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সংস্থার তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। এই পরিস্থিতিতে বোমা ফাটালেন কেজরিওয়াল। জনসভায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ‘‘লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি এজেন্সি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত সোরেন, তেজস্বী যাদবের মতো বিরোধীদের নেতাদের গ্রেপ্তার করার ছক এঁটেছে, যাতে কেন্দ্রের শাসক দল নির্বাচনে জিততে পারে।’’ আবগারি দুর্নীতির মামলায় জেলে রয়েছেন দিল্লির সাবেক উপমুখ্যমন্ত্রী, কেজরিওয়ালের ‘ডান হাত’ মণীশ। সমনের মুখে পড়া আম আদমি পার্টির শীর্ষ নেতা কেজরিও গ্রেপ্তার হতে পারেন, এমন দুশ্চিন্তা আছে আপ নেতৃত্বের। তারই মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তারির আশঙ্কা। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল মন্ত্রিসভার দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এখন জেলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তৃণমূলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায় বারবার সিবিআই ও ইডি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছেন। মমতা ও অভিষেক একাধিকবার গ্রেপ্তার নিয়ে কথা বলেছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আগেই শোনা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। জ্যোতিপ্রিয়ের গ্রেপ্তারের পর মমতা বলেন, ‘‘বিজেপির লক্ষ্য হল সব বিরোধী নেতাদের জেলা পোরা। যাতে বিরোধীশূন্য দেশে বিনা বাধায় ভোটে জিততে পারে তারা।’’ অভিষেক বলেছেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে আমাদের ধমকানো-চমকানো হচ্ছে। গ্রেপ্তার করলেও আমরা মাথা উঁচু করে থাকব।’’

বিরোধী নেতারা বারবার বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে হেনস্থা করার নালিশ জানিয়েছে। চলতি মাসেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভাই জেলের পথে, দিদিও ভবিষ্যতে সেখানে যাবেন।’’

তৃণমূলের প্রশ্ন, বিজেপি নেতারা কীভাবে ঠিক করে দিচ্ছেন কে জেলে যাবেন? তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেনের বক্তব্য, ‘‘বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে কেন তদন্ত হয় না? বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সারদা ও নারদ মামলায় অভিযুক্ত। তাকে কেন সিবিআই, ইডি একবারও ডাকে না?’’ এই প্রসঙ্গে বারবার মমতা মুখে শোনা গিয়েছে ‘ওয়াশিং মেশিনের’ তত্ত্ব। তার দাবি, বিজেপিতে যোগ দিলে সব অভিযোগ ধুয়েমুছে যায়!

বিজেপির বিরুদ্ধে ‘ইন্ডিয়া’ জোট গড়ে এক জোট হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল, বামসহ অনেকগুলি দল। কিন্তু কংগ্রেস বা বাম নেতৃত্ব কি কেজরিওয়ালের দাবির সঙ্গে একমত? পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই। দিল্লির প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব কেজরিওয়ালের বিরোধী। ফলে আপ সুপ্রিমোর বক্তব্য ঘিরে বিরোধী জোটে ফাটল আবার সামনে এসেছে।

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্য, ‘‘আদালতের নির্দেশে তদন্ত চলছে, কারো কথায় নয়। যাকে প্রয়োজন মনে হবে, তাকে ডাকতে পারে তদন্তকারী সংস্থা। গ্রেপ্তারও করতে পারে।’’ প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, ‘‘এখানে তদন্তের নামে খেলা চলছে। তাই মাথাদের ইডি, সিবিআই ধরবে না। ছোটখাটো নেতাদের পাকড়াও করবে।’’

বিজেপির সমালোচক বলেই বিরোধী নেতারা ‘হেনস্থার’ মুখে, এই তত্ত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রী ঘনিষ্ঠের বাড়িতে মিলেছে কোটি কোটি টাকার নগদ। কোনো মন্ত্রীকন্যার সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এক দাপুটে নেতা নেতা কোটি কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন ব্যাংকে।

এমন নানা তথ্য ও দাবি শোনা যাচ্ছে সিবিআই ও ইডির তদন্তে। কোনো সরকার নয়, আদালত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক দুর্নীতি মামলায়। এর পাশাপাশি আপ নেতা সিসোদিয়া বা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগকেও কি একই চোখে দেখা হবে?

সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘বিজেপি সব বিরোধী নেতাকে চাপে রাখতে চাইছে। এই কৌশলে গলদ আছে। যদি ধরে নিই, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ সারবত্তা আছে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা প্রকৃত অভিযোগের গুরুত্ব লঘু করে দিচ্ছে।’’

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘মহারাষ্ট্রে অভিযুক্ত এনসিপি নেতারা বিজেপির পাশে দাঁড়ালেন, তারপর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুলে গেল তদন্তকারী সংস্থা! শাসকের পক্ষে থাকলে অসুবিধা হচ্ছে না। তাই কে অপরাধী আর কাকে টার্গেট করা হচ্ছে, দুটো এক জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে।’’

ক্যোভিড ইনক্যোয়্যারি : সুনাক বলেছিলেন ‘মানুষকে মরতে দিন’

লন্ডনঃ করোনার সময় দ্বিতীয়বারের মতো দেশব্যাপী লকডাউন না দিয়ে সরকারের উচিত ‘মানুষকে মরতে দেওয়া’- যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনাক ২০২০ সালে এমন মন্তব্য করেছিলেন। সোমবার এক ইনকোয়ারি বা অনুসন্ধানে তার এই বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য কীভাবে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে তা নিয়ে অনুসন্ধান চলছে। সেখানে করোনার সময় যুক্তরাজ্যের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা প্যাট্রিক ভ্যালেন্সের একটি ডায়েরি দেখানো হয়। ডায়রিতে ২০২০ সালের ২৫ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও অর্থমন্ত্রী সুনাকের মধ্যকার বৈঠকের উল্লেখ আছে। জনসনের সবচেয়ে ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টা ডমিনিক কামিংসের কাছ থেকে শোনা কথা ডায়রিতে লিখে রাখেন ভ্যালেন্স। জনসন ও সুনাকের মধ্যে বৈঠকের সময় তিনি ঐ মন্তব্য শোনেন বলে কামিংস ভ্যালেন্সকে জানান। ডায়রির লেখাটি অনুসন্ধান চলার সময় দেখানো হয়েছে। কামিংসকে উদ্ধৃত করে ভ্যালেন্স ডায়রিতে লিখেছেন, ‘‘ঋসি মনে করেন মানুষকে মরতে দাও, এবং এটা ঠিক আছে। নেতৃত্বের পুরো অভাব আছে বলে মনে হয়েছে।’’

সুনাকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, তিনি (সুনাক) যখন অনুসন্ধান কমিটির মুখোমুখি হবেন তখন প্রমাণ দেবেন। করোনায় যুক্তরাজ্যে দুই লাখ ২০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন। ২০২৬ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত অনুসন্ধান চলবে। এর আগে সরকারের একজন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সুনাককে ‘ড. ডেথ’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কারণ, ২০২০ সালের গ্রীষ্মে সুনাক ‘ইট আউট টু হেল্প আউট’ কর্মসূচি চালু করেছিলেন। এর আওতায় পাব ও রেস্টুরেন্টের খাবারে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল। তবে এই কর্মসূচি করোনা ছড়াচ্ছে বলে তখন এর সমালোচনা করেছিলেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

অঘোষিত সফরে লয়েড অস্টিন কিয়েভে

ইউক্রেন ঃ মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন কিয়েভ গেলেন। তাঁর এই সফরের নিয়ে আগে থেকে কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি। কিয়েভে গিয়ে অস্টিন আবার জানিয়েছেন, ইউক্রেনকে সমর্থন করে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার কিয়েভে পৌঁছানোর পর এক্স-এ অস্টিন লিখেছেন, ’’ইউক্রেনের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি কিয়েভ এসে পৌঁছেছি। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে চাই। তা হলো, রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগেও ইউক্রেনের পাশে থেকেছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।’’ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর এটা অস্টিনের দ্বিতীয় ইউক্রেন সফর। এই সংঘাত শুরু হওয়ার পর অ্যামেরিকা ইউক্রেনকে বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য করেছে। আবার ইউক্রেনকে সমানে সাহায্য করার জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসন রিপাবলিকানদের রোষের মুখেও পড়েছে। আগামী মাসে অ্যামেরিকায় দুই দেশের সামরিক শিল্প সম্মেলনও হবে। পশ্চিমা দেশগুলির কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে কমতে পারে মনে করে কিয়েভ এখন তাদের দেশে অস্ত্রের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করছে। সোমবার রাশিয়ার সঙ্গে সীমান্তে চারটি বর্ডার ক্রসিং পয়েন্ট বন্ধ করে দিয়েছে ফিনল্যান্ড। এই সিদ্ধান্তে রাশিয়া ক্ষুব্ধ। ক্রেমলিনের মুখপাত্র পেশকভ জানিয়েছেন, ’’ফিনল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। দুই দেশ একে অপরের উপর আস্থা রাখে। ফিনল্যান্ডের এই সিদ্ধান্তে রাশিয়া মর্মাহত।’’ তিনি জানিয়েছেন, ’’ফিনল্য়ান্ড ক্রমশ রাশিয়া-বিরোধী অবস্থন নিচ্ছে।’’ ফিনল্যান্ড জানিয়েছে, অভিবাসীদের স্রোত নিয়ন্ত্রণ করতেই তারা সীমান্তের ক্রসিং পয়েন্ট বন্ধ করেছে। ফিনল্য়ান্ড ন্যাটোতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পরই রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদও জানিয়েছে। তদের বক্তব্য, ফিনল্যান্ডের সিদ্ধান্ত দুই দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

টিটোয়েন্টিতে অধিনায়ক সূর্য, দলে ব্যাপক বদল

কলকাতা ঃ একদিনের বিশ্বকাপে ভারতের দলে থাকা চারজন বাদে বাকি সবাইকে বিশ্রামে পাঠানো হলো। নতুন অধিনায়ক সূর্যকুমার। একদিনের ক্রিকেট এখন অতীত, বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এবার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রবেশ করছে ভারত। প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া। আগামী ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। সেখানেই ভারতের দলে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুল, বুমরাহ, শামি, জাদেজা, কুলদীপরা কেউ দলে নেই। তাদের বিশ্রাম দেয়া হয়েছে। হার্দিক পান্ডিয়া যেহেতু এখনো চোট-আঘাত সারিয়ে ফিরতে পারেননি, তাই অধিনায়ক করা হয়েছে সূর্যকুমার যাদবকে। একদিনের বিশ্বকাপে সূর্যের পারফরমেন্স মোটেই আহমরি নয়। তিনি অনেকগুলি ম্যাচে সুযোগ পেলেও রান করতে পারেননি। ফাইনালেও ব্যর্থ হয়েছেন। তবে গাভাস্কার-সহ অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, সূর্য ৫০ ওভারের ম্যাচের প্লেয়ারই নন। তিনি টি-টোয়েন্টির প্লেয়ার। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে তিনিই অধিনায়ক। প্রথম দুইটি ম্যাচে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে রুতুরাজ গাইকোয়াড়কে। তার নেতৃত্বেই এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট দল গিয়েছিল। তবে শেষ দুইটি ম্যাচে সহ-অধিনায়ক হিসাবে থাকবেন শ্রেয়স আইয়ার।

সম্পাদকীয়

হামাস ও ইসরায়েলকে কাছে রাখার এরদোয়ানের বিপজ্জনক কৌশল

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ৪ নভেম্বর ইসরায়েল থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেন। যদিও এক মাসেরও কম সময় আগে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি শান্ত করতে কূটনৈতিক সহযোগিতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কূটনৈতিক এই অবস্থান বদলের ঘটনা এই ইঙ্গিত দেয় যে, ইসরায়েল ও গাজায় সহিংসতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুরস্কের অবস্থান কীভাবে বদলে গেছে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে হামাসের হামলা ও ইসরায়েলিদের হত্যার পর খুব সতর্কভাবে ভারসাম্যমূলক বিবৃতি দিয়েছিলেন এরদোয়ান। সেখানে তিনি দুই পক্ষকে সংযম প্রদর্শন ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ড না করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় এরদোয়ান দ্রুত হামাসের পক্ষে এবং ইসরায়েল বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ২৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে এরদোয়ান ইসরায়েলকে দায়ী করে বলেন, 'এটি ইতিহাসের অন্যতম রক্তাক্ত ও সবচেয়ে বর্বরতম হামলা।' হামাসকে তিনি 'স্বাধীনতাপন্থী গোষ্ঠী' বলেন। তুরস্কের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমি মনে করি, এরদোয়ান ঝাঁজালো বক্তব্য দিলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তাঁর সামনে যে বাধা আছে, সেটিকে মূল্যায়নে নেননি। মধ্যপ্রাচ্য সংকটে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এরদোয়ান বড় ধন্দে আছেন। দেশের ভেতরে তার রাজনৈতিক শক্তির যে উৎস, সেই দলগুলোকে তুষ্ট রাখতে হবে। এর বড় অংশটি ইসলামপন্থী এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি জোর সহানুভূতিশীল। আবার ইসরায়েলের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়াও এরদোয়ানের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, ইসরায়েলের সঙ্গে তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক সাম্প্রতিককালে আরও উষ্ণ হচ্ছে। এ ছাড়া এরদোয়ান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একজন প্রধান খেলোয়াড় ও প্রভাবশালী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাতে চান।

প্রশ্ন হচ্ছে, সবকিছু একসঙ্গে কীভাবে করবেন এরদোয়ান? হামাস-ফিলিস্তিন সংঘাতে এরদোয়ানের যে অবস্থান, সেটিকে তুরস্কের দেশজ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তববাদী রাজনীতি-এই দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। গাজায় এবারের সহিংসতা শুরুর পর তুরস্কের জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের চাপে পড়েছেন এরদোয়ান। তাঁর প্রথম বিবৃতি তুরস্কের ইসলামপন্থীদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। হামাসের প্রতি ইসলামপন্থী দলগুলো দীর্ঘদিন ধরেই সহানুভূতিশীল এবং হামাসের শীর্ষ নেতাদের অনেকের নিরাপদ আশ্রয় তুরস্ক। তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আদমেত দাভুতোগলু (এরদোয়ান অধীনে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন) ফিলিস্তিন ইস্যুতে এরদোয়ানের দ্বিধা ও সংশয়ের নিন্দা জানান। অন্যান্য ইসলামি দলও এরদোয়ান সরকারের প্রতি ইসরায়েলবিরোধী শক্ত অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান। এর মধ্যে এরদোয়ান সরকারের জোটসঙ্গী ন্যাশনালিস্ট পার্টিও রয়েছে। এরদোয়ান যদি হামাসকে প্রলুব্ধ করতে ইসরায়েলের প্রতি কড়া বাক্যবর্ষণ করে যান, তাহলে সবকিছু তার হাত থেকে দূরে সরে যেতে পারে। কিন্তু কথার বাইরেও নেপথ্যেও অনেক কিছু ঘটে। ইসরায়েলকে বাব্যবাণে বিদ্ধ করলেও এরদোয়ান তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক যাতে পুরোপুরি তিক্ত না হয়, তা ঠেকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একটি বিষয় হলো, বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলবিরোধী মনোভাব বাড়ায় এরদোয়ান খোলাখুলিভাবে হামাসবিরোধী অবস্থান নিতে সাহসী হয়ে উঠেছেন। ২৬ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে 'তাৎক্ষণিক, স্থিতিশীল ও টেকসই মানবিক বিরতির' প্রস্তাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমা দেশগুলোর রাজধানীগুলোতেও বড় বড় বিক্ষোভ হচ্ছে। বিক্ষোভকারীরা তাদের সরকারগুলোকে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন যাতে কমিয়ে দেয়, সেই দাবি করছেন। এরদোয়ান এ ব্যাপারেও সচেতন যে সমালোচনার মাত্রা ছাড়ালে তেল আবিবের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক ঝুঁকিতে পড়বে। তুরস্কের খুব গুরুত্বপূর্ণ মিত্র ইসরায়েল। দুই দেশই তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়াচ্ছে। ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ইসরায়েলে তুরস্কের রপ্তানি বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

গাজা কি আমেরিকান বিশ্বব্যবস্থার বধ্যভূমি?

গত মাসে হ্যালোইন উৎসবের সময় হোয়াইট হাউস ভুতুড়ে রং এবং ফোলানো বেলুন দিয়ে বানানো মিষ্টিকুমড়া দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বিচিত্র সব পোশাকে সজ্জিত হয়ে সারি বেঁধে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে যে শিশুরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তাদেরকে তিনি বাক্সভর্তি চকলেট বিতরণ করেন। অনেক শিশুর সাজসজ্জায় খুবই চমৎকারভাবে কাল্পনিক ভয়ের ছবি ফুটে উঠেছিল।

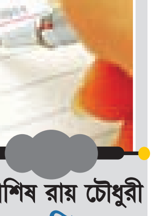

দেবাশিষ রায় চৌধুরী
প্রাবন্ধিক

এসব শিশুর মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্টনি ব্লিঙ্কেনের ছেলেও ছিল। ছেলেটি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মতো পোশাক পরে এসেছিল। ব্লিঙ্কেনের মেয়ে এমনভাবে সেজে এসেছিল যে তাকে দেখতে ঠিক ইউক্রেনের মতো লাগছিল।

বাইডেনের সেই হ্যালোইন পার্টিতে কেউই ইসরায়েলি অথবা ফিলিস্তিনি সেজে আসেনি। অথচ সেখানকার যুদ্ধটা ইউক্রেনের চেয়েও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে প্রবেশ করে হামাসের হামলার (১৪০০ ইসরায়েলি নিহত হন) পর ইসরায়েল গাজার ঘনবসতিপূর্ণ জনবসতিকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা শুরু করেছে।

ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়ে গাজার সবচেয়ে বড় শরণার্থীশিবির ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। বোমা ফেলে ভবনগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এই হামলা গাজায় মহাপ্রলয়ের দৃশ্যপট তৈরি করেছে। ছবি ও ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সদ্য ধসে পড়া ভবনের ছড়িয়ে পড়া ধুলাবালি আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহ আর মৃত্যুপথযাত্রীদের পাশ দিয়ে শিশুরা তাদের বুকে আরেক শিশুকে আঁকড়ে ধরে ভয়ে চিৎকার করতে করতে আর কাঁদতে কাঁদতে বাঁচার জন্য ছুটছে।

ফিলিস্তিনি হত্যার রক্তের দাগ পশ্চিমাদের হাতেও সমানভাবে লেগে আছে

২১ মাসের ইউক্রেন যুদ্ধে যত শিশু মারা গেছে, গাজায় এক মাসে তার চেয়ে ছয় গুণ বেশি শিশু মারা গেছে। সর্বশেষ সংঘাতে এ পর্যন্ত গাজায় ১১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর ৪০ শতাংশই শিশু। ইউনিসেফ বলছে, গাজা এখন শিশুদের জন্য কবরস্থান।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের হিসাব বলছে, গাজায় প্রতিদিন গড়ে ৪২০ শিশু হতাহত হচ্ছে। এই সংখ্যা আমাদের প্রত্যেকের বিবেককে ঝাঁকুনি দেওয় দেওয়া উচিত। কিন্তু এই সংখ্যা বাইডেনকে যে

নাড়া দিচ্ছে না, সেটা বলাই বাহুল্য। বাইডেন শর্তহীনভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন ও সামরিক সহায়তা দিয়ে চলেছেন। অন্ধভাবে যুদ্ধবিরতির বিরোধিতা করে চলেছেন।

বাইডেনের এই অবস্থান তাঁকে বেকায়দায় ফেলেছে। বেসামরিক জনসাধারণকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এই ঘটনাকে জাতিসংঘ বলেছে 'জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সামষ্টিক শাস্তি'। ইসরায়েলি ইতিহাসবিদ রাজ সিগ্যাল হলোকাস্ট ও আধুনিক গণহত্যা বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন। এ ঘটনাকে তিনি 'গণহত্যার ধ্রুপদি উদাহরণ' বলেছেন। অথচ বাইডেন খোলাখুলিভাবে ইসরায়েলকে দায়মুক্তি দিয়ে চলেছেন।

এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র বলে পরিচিত অনেক দেশের নেতারাও এ ঘটনায় মিনমিন করে কথা বলছেন না। আমেরিকার নীতিই কার্যত সমাধান-সেই অবস্থান ভেঙে তারা বেরিয়ে এসেছেন। গাজা যুদ্ধ তীব্র হচ্ছে আর লাশের ব্যাগের স্তূপ যতই উঁচু হচ্ছে, ততই ইউক্রেন আগ্রাসনের ভুক্তভোগী আর গাজা আগ্রাসনের ভুক্তভোগীদের নিয়ে বাইডেনের দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে, বৈশ্বিক দক্ষিণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে আমেরিকানদের হিতোপদেশকে প্রশ্ন করে চলেছে।

এই দিনগুলোতে একটা প্রশ্নই জন্ম হচ্ছে, উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার প্রধান জিম্মিদার যুক্তরাষ্ট্র কি শুধু বাদামি লাশের ক্ষেত্রেই উদার?

নিন্দার ঝড় বাড়ছে

সিগ্যালের মতো ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে গণহত্যা হিসেবে দেখছেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও গণতন্ত্রের আইকন আনোয়ার ইব্রাহিম এটিকে সর্বোচ্চ মাত্রার বর্বরতা বলেছেন। ইসরায়েলের 'অমানবিক' বিমান হামলার জন্য বেলজিয়াম ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে চেয়েছে। ফ্রান্স চেয়েছে ইসরায়েল যেন বোমা হামলা বন্ধ করে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, শিশুহত্যা বন্ধ করা প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক ঘনিষ্ঠ মিত্র অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ জোর দিয়ে বলেন, প্রতিটি ফিলিস্তিনির জীবন গুরুত্বপূর্ণ। ইসরায়েলকে তিনি যুদ্ধের রীতিনীতি মেনে চলার কথা বলেন।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যেকোনো সমালোচনাকে ইহুদিবিরোধী সমালোচনার তকমা দিয়ে উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নেমে পড়ে। ইসরায়েলকে কেউ অপমান করলে ফ্রান্স তাকে জেলে পাঠানোর কথা চিন্তা করছে। আর ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকে 'ঘৃণা মিছিল' বলেছে।

কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসলামি বিশ্বের বাইরে অনেকে মনে করেন, গাজায় যে অবর্ণনীয় মানব ট্র্যাজেডি, সেটা একেবারে অগ্রহণযোগ্য। এই সংঘাতে যে হৃদয়বিদারক ঘটনাবলি, তা এ ধারণার জন্ম দিচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় আচরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য রীতিনীতির অঙ্গহানি করা হচ্ছে চরম অসংযত উপায়ে এবং বৈশ্বিক আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠান সেটা থামাতে ব্যর্থ হচ্ছে। বাইডেন প্রশাসন শৃঙ্খলাভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থাকে তাদের মূলমন্ত্র করেছে। কিন্তু গাজা ক্রমশই সেই বিশ্বব্যবস্থার বধ্যভূমি হয়ে উঠছে। গাজার এই গণহত্যা যদি 'শৃঙ্খলা'র উদাহরণ হয়, তাহলে বিশৃঙ্খলাটা দেখতে কেমন?

শৃঙ্খলাভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা এবারই প্রথম অবজ্ঞা করল তা নয়। ইরাক ও ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর ইসরায়েলকে ধরার সুযোগ কতটা? কিন্তু গাজার মানবিক বিপর্যয় উদার বিশ্বব্যবস্থার নৈতিক যে কর্তৃত্ব, তাতে অভূতপূর্ব সংকট তৈরি করেছে।

বাইডেন-সি বৈঠকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব কতটা কমল

কানওয়াল সিবাল

সান ফ্রান্সিসকোতে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশনের (অ্যাপেক) শীর্ষ সম্মেলনের এক ফাঁকে অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠক আহামরি কোনো ফল আনেনি।

এই দুই দেশের সম্পর্কে স্থিতিশীলতা আনা যদি তাঁদের বৈঠকের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং কৌশলগত যে গভীর চিড় ধরে আছে, তা সারাই করা মোটেও সহজ হবে না।

আদতে শুধু মুখের বুলি আওড়ে স্থিতিশীলতা অর্জন করা যায় না। এর জন্য নীতি বদলানোর দরকার হয়। কিন্তু চীন সহসাই তাইওয়ান, দক্ষিণ চীন ও পূর্ব চীন সাগর কিংবা অন্য কোথাও তার সার্বভৌমত্ব ইস্যুতে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে, এমন আভাস দেওয়া কঠিন। একের পর এক দেশকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বলয়ের মধ্যে আনতে চীন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) নামের যে প্রকল্প নিয়েছে, সেই প্রকল্পকে বেইজিং সংকুচিত করবে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

চীন তার পরমাণু অস্ত্রাগার আরও বড় করার পরিকল্পনা করছে। মার্কিন নৌবাহিনীকে যত দূর সম্ভব চীনের উপকূল থেকে দূরে রাখা যায়, সেই চেষ্টা করতে বেইজিং নিজের নতুন সক্ষমতা তৈরি করার পরিকল্পনা করছে। এ ছাড়া নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে দেশটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ও প্রযুক্তিপণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে। এর পাশাপাশি তারা আরও অনেক কিছু করতে চাইবে।

চীন ইতিমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে গিলে ফেলছে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম এশিয়ার কথা বলা যেতে পারে। ওই অঞ্চলটি ইতিমধ্যে আমেরিকান শক্তির জন্য ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, ২০৪৯ সাল নাগাদ চীন বিশ্ব শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার যে সময়সীমা ঘোষণা করেছে, সেই ঘোষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে তারা সরে আসবে না।

অন্যদিকে চীনের হুমকি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রও তার রাজনৈতিক, প্রযুক্তি ও সামরিক স্তরে নিজের কৌশল থেকে পিছপা হবে না। চীনকে লাগামের মধ্যে রাখতে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র যে জোট গঠন করেছে, তাকে অধিকতর শক্তিশালী করার নীতি দেশটি ধরে রাখবে। দেশটি তাইওয়ানকে অস্ত্র দেওয়াও অব্যাহত রাখবে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনকে দুর্বল করে রাখার লক্ষ্য কোয়াডের ব্যাপ্তি বাড়ানো বা অকাস জোট গঠনের বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র অবিচল থাকবে।

অর্থাৎ এই দুই পরাশক্তি পরস্পরবিরোধী দুই অবস্থানে থাকবে। তার মানে এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের অবসান হওয়ার সম্ভাবনা এখনই দেখা যাচ্ছে না।

এমনিতে আমেরিকান জনগণ যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের ওপর খবরদারি করা পরাশক্তি হিসেবে দেখতে চায়। একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনের বিষয়ে নমনীয় ভাব প্রকাশ করছে-এটি আমেরিকান জনগণ পছন্দ করে না। হয়তো সে কারণেই জো বাইডেন তাঁর আগামী নির্বাচন ও ভোটের কথা মাথায় রেখে সি চিন পিংয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় বেশ কিছু ইস্যুতে শক্ত কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের দিক থেকেও খুব একটা উষ্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়নি। তবে সফলতা বলতে যেটি এসেছে, তা হলো এই দুই নেতা যাতে প্রয়োজনে সরাসরি টেলিফোনে কথা বলতে পারেন, সে জন্য আলাদা একটি হটলাইন চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটিকে অবশ্য অর্জন হিসেবে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না।

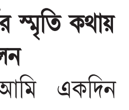

জানা অজানা

যিনি সারদা তিঁনিই জগদ্ধাত্রী

বাসনাবালা নন্দী তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছিলেন

জয়রামবাটীতে আমি একদিন কাছাকাছি একটি গ্রামে পুজো দেখতে যাবার জন্য আবদার আছে সারদা মায়ের কাছে খুব কান্নাকাটি করছিলাম, মা আমাকে একা ছাড়েননি । রাতে মায়ের পায়ে বাতের তেল মালিশ করার সময় আমাকে খুব আদর করে মা বলেছিলেন, 'তুই যা দেখার জন্য ব্যস্ত হয়েছিস তা তুই এখানে বসেই দেখতে পাবি ।' সেদিন মায়ের পায়ে তেল মালিশ করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি । হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল । চেয়ে দেখি, চারদিক আলোয় আলো । এত আলো আমার জীবনে আর কোনদিন দেখিনি । যেন আলোয় ভাসছে সারা ঘর । সেআলোর মধ্যে বসে আছেন জীবন্ত মা জগদ্ধাত্রী । কিন্তু মাকে কোথাও দেখলাম না । আমি ভয় পেয়ে 'মা, মা' বলে দরজার খিল খুলে বাইরে এলাম । কোথাও মাকে দেখতে পেলাম না । আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এলাম । দেখলাম, মা যেমন শুয়েছিলেন, তেমনি শুয়ে আছেন, ঘুমোচ্ছেন । ঘরের মধ্যে সে আলো আর নেই । এককোনে টিমটিম করে হ্যারিকেন জ্বলছে । মাকে ডাকলাম, মা উঠে বললেন,

তুই দেখেছিস তো ? আমি যা দেখেছি, সব বললাম । মা মিষ্টি হেসে বললেন, যা দেখেছিস সব সত্যি । আমিই জগদ্ধাত্রী, আমিই দুর্গা, আমিই লক্ষ্মী, আমিই সরস্বতী, আমিই কালী । সে রাতেই মা আমাকে তাঁর জগদ্ধাত্রী রূপ দেখিয়েছিলেন । ভয়ঙ্করী নয় বড় স্নিগ্ধ, বড় সুন্দর সেরূপ । সে কী রূপ ! সে কী ঐশ্বর্য ! চোখ তা ধরে রাখতে পারেনি । কিন্তু চোখ বুজলে আজও মনে ভেসে উঠে সেই রূপ । যিনি সারদা তিঁনিই জগদ্ধাত্রী।তিঁনিই আবার দুর্গা কালী লক্ষী সরস্বতী।মা এক রূপ অনেক।তিঁনিই যুগে যুগে অবতার।লোক কল্যানের জন্য তিঁনিই যুগে যুগে মানব দেহ ধারণ করে আসেন লীলা করতে ভগবানের সাথে লীলা সঙ্গিনী হয়ে।আজ জগদ্ধাত্রী পূজা দিনে সেই মায়ের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।**সংকলক ঃসুনীল কুমার দে**

সাময়িকী

ফিলিস্তিনিরা আসলে কি ইহুদিবিদ্বেষী?

'ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি'-স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে সোচ্চার মানুষের এই স্লোগানের ভিন্ন একটা পাঠ হাজির করেছে পশ্চিমারা। অথচ এই স্লোগানের মর্মার্থ ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনে ঔপনিবেশিক শাসন ও ইহুদিদের শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন হওয়া। ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল বারবার প্রমাণ করেছে যে ইহুদিবাদীদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তাদের এখনো হাজার হাজার মানুষের লাশ দরকার। আমরা জানি, ফিলিস্তিনে ইউরোপীয় জায়নবাদীদের বসতি স্থাপনের ঘটনা ঘটে দেড় শ বছর আগে।

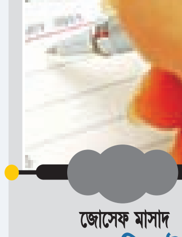

জোসেফ মাসাদ
কলামিস্ট

আর এই অঞ্চলে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার বয়স ৭৫ বছর। কিন্তু এত দিনেও ফিলিস্তিনিরা আত্মসমর্পণ করেনি, বরং সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ জারি রেখেছে দখলদারির বিরুদ্ধে। ইসরায়েল ও তাদের পশ্চিমা মিত্রদের কাছে ফিলিস্তিনিদের এই অবস্থান 'অপরাধ'। গণহত্যার জন্য তাদের কাছে এই 'অপরাধ'ই যথেষ্ট। এই বর্বর হামলাকে ন্যায্যতা দিতে জায়নবাদী নেতারা ফিলিস্তিনিদের নানা অবমাননাকর নামে ডাকে। আরব বিশ্বে ফিলিস্তিনিদের 'অমানুষ' প্রমাণের চেষ্টা অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। তাই এখন তারা পুরোনো জায়নবাদীদের ব্যবহৃত শব্দগুলোকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বে ফিলিস্তিনিদের এই অপমানসূচক নামকরণ ভালো বিকোয়। কারণ, ইসরায়েল যতই অন্যায় করুক না কেন, তাতে তারা বিরক্ত হয় না। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সম্প্রতি ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যুদ্ধকে বলেছেন, 'অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর যুদ্ধ, পশুত্বের বিরুদ্ধে মানবিকতার যুদ্ধ।' কিন্তু তাঁর অতীতের বৈষম্যবাদী ও প্রতারণামূলক বক্তব্যের মতোই এই বক্তব্যও অসার। জায়নবাদী আঃেদালনের প্রতিষ্ঠাতা অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান থিওডর হার্জল ১৮৯৬ সালে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের উপনিবেশের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই উপনিবেশ হবে এশিয়ায় এক টুকরো ইউরোপ, বর্বরদের বিপরীতে সভ্য সমাজের একটা ঘাঁটি।

ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি-এই স্লোগানের মানে হলো ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন ইহুদি শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের উপনিবেশ থেকে মুক্তি পাবে। জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এলাকায় আর জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ থাকবে না। ইসরায়েলের বৈষম্যবাদী প্রতিষ্ঠান আর আইনকানুনগুলো কার্যকর থাকবে না। ফিলিস্তিন একদিন স্বাধীন হবে। জায়নিস্ট অর্গানাইজেশনের প্রধান হাইম ওয়াইজমান এসেছিলেন বেলারুশ থেকে। ১৯৩৬ সালে তিনি ফিলিস্তিনিদের 'ধ্বংসবাদী শক্তি', 'মরু বাহিনী' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, ইহুদি ঔপনিবেশিকেরা ছিল, 'সভ্যতা' ও 'সৃষ্টি'কামী। ওয়াইজম্যান পরে ইসরায়েলের প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। জায়নবাদীদের ফিলিস্তিন দখল প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এটা মরু বাহিনীর বিরুদ্ধে সভ্য জাতির পুরোনো যুদ্ধ। আমাদের কেউ থামাতে পারবে না।' এই গণহত্যায় উসকানি বা বৈষম্যমূলক ভাষা শুধু যে জায়নবাদীরাই ব্যবহার করেছে তা নয়, ঔপনিবেশিক শক্তি কালে কালে এ ধরনের শব্দই ব্যবহার করে এসেছে। ফরাসিরা যখন নিউ ক্যালেডোনিয়া দখল করে, তখন তারাও আদিবাসী কানাক গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল প্রায়। ১৮৭৮ সালে ফ্রান্স তাদের গণহত্যামুখী নীতির নাম দিয়েছিল, 'বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার লড়াই।' ১৮৮২ সালে যুক্তরাজ্য যখন মিসর দখল করে, তখনো তারা বলেছিল প্রায় একই কথা, এই যুদ্ধ বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার যুদ্ধ। ঔপনিবেশিক ইতিহাসে এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়।

নেতানিয়াহুর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পোল্যান্ডের। সমকালীন ইসরায়েলি নেতাদের মধ্যে তিনিই একা নন, তাঁর সহকর্মীরাও ফিলিস্তিনিদের মানুষ মনে করে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াভ গ্যালান্ত ফিলিস্তিনিদের 'মানুষের চেহারাওয়ালা পশু' বলে মন্তব্য করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরাও পোল্যান্ড থেকে আসা। একই ধরনের কথা বলেছেন ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক। তাঁর পূর্বপুরুষ লিথুয়ানিয়ার। তিনি ইসরায়েল সম্পর্কে বলেছেন, এটা হলো জঙ্গলের মধ্যে একটা ভিলার মতো। জায়নবাদীরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে। কিন্তু ফিলিস্তিনকে দখল করার বেলায় তারা ধর্মীয় ভাষ্যের আশ্রয় নেয়। আদতে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের আনুষ্ঠানিক অবস্থান জায়নবাদীদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। গাজা দখলের আগে নেতানিয়াহু সেনাবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'মনে রাখবে, আমালেক তোমাদের কী করেছে। হোলি বাইবেলে তার উল্লেখ আছে।' ইহুদিদের ঈশ্বর তাদের বলেন, এখন যাও। আমালেকাইটদের ওপর আক্রমণ করো। তাদের যা আছে, সব ধূলিসাৎ করো। কাউকে ছাড়বে না, হোক সে পুরুষ, নারী, শিশু বা নবজাতক, ভেড়া, উট বা গাধা।' সামরিক বাহিনী যখন গাজার ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা করতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই নেতানিয়াহু তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন 'ঈশ্বরের' নির্দেশনা। নেতানিয়াহু ধর্মকে টেনে এনেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। এর মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপনকারী ইউরোপীয় ইহুদিদের তিনি প্রাচীন হিব্রু ভাষাভাষী আদিবাসী হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। জায়নবাদীদের এই কল্পকথা বাইবেলের ভাষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বাইবেলে বলা আছে, ইহুদিরা ফিলিস্তিনে বসবাস করছে দুই সহস্রাব্দ আগে থেকে। তারাই এই ভূমির অধিকর্তা। কিন্তু এখন আধুনিক ইহুদিরা নতুন গল্প ফেঁদেছে। তারা বলতে চাইছে, তারাই প্রাচীন হিব্রু জনগোষ্ঠী। তাদের এই দাবির অসারতা বুঝতে এডওয়ার্ড সাঈদ কানানাইটদের মতো করে বিশ্লেষণ করতে বলেছেন। কারণ, বাইবেল বলছে, কানান রাজ্যের বাসিন্দারা হলো প্রাচীন হিব্রু সম্প্রদায়ের মানুষ, এবং তারা ফিলিস্তিনের আদিবাসী। জায়নবাদীদের দেশ দখল এবং ফিলিস্তিনে তাদের রক্তক্ষয়ী হামলার ইতিহাসকে মাটিচাপা দিতে ইসরায়েল ও পশ্চিমা গণমাধ্যমে তাদের মিত্ররা বারবার বলেছে, হলোকস্টের পর হামাসের এই হামলাই সবচেয়ে প্রাণঘাতী ছিল। ফিলিস্তিনিদের ইহুদিবিদ্বেষী বা নাৎসি প্রমাণের এই চেষ্টা চলে আসছে ১৯২০-১৯৩০ সাল থেকে। এই ঘৃণ্য প্রচারণার উদ্দেশ্য, ফিলিস্তিনিদের উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামকে ইহুদিবিদ্বেষ বলে প্রচার করা। তারা জানে, এতে করে তারা পশ্চিমাদের সহানুভূতি পেতে পারে।

৭ অক্টোবর যেসব ইসরায়েলি সেনা ও বেসামরিক মানুষ নিহত হয়, তারা ইহুদি বলে খুন হয়েছে, এমন একটা ভাষ্য প্রচার করা হচ্ছে। আদতে তারা খুন হয়েছে উপনিবেশ স্থাপনের কারণে। তারাও ঔপনিবেশিক শক্তি বলেই ফিলিস্তিনিদের খুন করছে। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলকে প্রতিরোধ করে যাবে। কারণ, তারা দখলদার, তারা ইহুদি সে কারণে নয়। এই দখলদারেরা খ্রিষ্টান, মুসলিম বা হিন্দু হলেও ফিলিস্তিনিরা একইভাবে প্রতিহত করত। ইহুদি বলে তাদের প্রতিরোধের ধরন বদলে গেছে, এমনটা বলার কোনো সুযোগ নেই।

পাঠকের চিঠি

বন বিভাগের এ উদ্যোগ আশা জাগায়

বন সাবাড় হয়ে যাচ্ছে, পাহাড় উজাড় হয়ে যাচ্ছে, গাছ নিধন হয়ে যাচ্ছে সব দিকেই কমছে পাখির আবাস। প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়াও যে প্রাণ আছে এবং তাদেরও যে নিরাপদ, মুক্ত ও স্বাধীন জীবন আছে, তা কতটা গুরুত্ব পায় আমাদের কাছে? বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ছাড়া মানুষই বা বাঁচবে কীভাবে? পাখি ছাড়া আমাদের পরিবেশের কথা চিন্তা করলে একটা নির্জীব ও নিস্প্রাণ ছবিই যেন ভেসে ওঠে। সেই পাখিদের জন্য বন বিভাগ দারুণ এক উদ্যোগ নিয়েছে। মিরসরাইয়ে একটি পাহাড়ি বনভূমিতে দেড় লাখ দেশি ফল গাছের এক বাগান তৈরি করেছে তারা। বিষয়টি খুবই আশাব্যঞ্জক। পাখিসহ জীববৈচিত্র্যের জন্য এখন একমাত্র ভরসা পাহাড়ের বনজঙ্গলগুলো। সেখানেও পড়ছে মানুষের আঘাত। সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ডে সেই বনজঙ্গলের পরিমাণ কমছে। সেখানে বন বিভাগের দায়ও কম নয়। তবে দায়মোচন থেকে হোক বা নিজস্ব কাজের অংশ থেকে হোক, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের আওতায় মিরসরাই উপজেলার মহামায়া হ্রদ এলাকায় ৬০ হেক্টর পাহাড়ি বনভূমিতে পাখিদের জন্য এ বাগান তৈরি করেছে। একসময় বন-পাহাড়ে পাখি-প্রাণীদের খাবারের অভাব ছিল না। এখন বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় জীববৈচিত্র্যের খাবারের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মহামায়া হ্রদ এলাকার ফলের বাগান অনেক পাখির খাদ্যঘাটতি পূরণ করবে। এ ছাড়া এ বাগান যখন সবুজ বনাঞ্চলে রূপ নেবে, অন্য প্রাণীদের জন্যও নিরাপদ বাস্তুসংস্থান তৈরি হবে সেখানে। ইতিমধ্যে বাগানটিতে লাগানো হয়েছে পাখিদের পছন্দের ফল ঢাকিজাম, পুঁতিজাম, কালোজাম, বর্তা, থনা, বট, কদম, আমলকী, চাপালিশ, হরীতকী ও বহেড়ার মতো ফল গাছ। চলতি বছরের মে, জুন ও জুলাইয়ে লাগানো এসব গাছ এখন পরিচর্যার পর্যায়ে আছে। কয়েক বছর পর থেকে এসব গাছ ফল দিতে শুরু করবে। তখন ফল খেতে আসা পাখিদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠবে মহামায়া হ্রদ এলাকার এ সবুজ বনাঞ্চল। চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের মিরসরাই রেঞ্জের কর্মকর্তা শাহানশাহ নওশাদ বলেন, খাদ্যসংকটের কারণে বন্য পশুরা বন ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসছে। পাখিরা উদ্বাস্তু হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে। বনে পশুপাখির খাদ্যসংকট দূর করতে নেওয়া বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে এ বাগান এলাকা হয়ে উঠবে পাখিদের স্বর্গরাজ্য। আমরা আশা করব, শুধু বাগান তৈরি ও গাছ লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ করবে না বন বিভাগ। বাগানটি পরিপূর্ণ করে তুলতে যাবতীয় পরিচর্যা চালিয়ে যাবে এবং সংরক্ষণ করে যাবে।

আমিনুল ইসলাম, মুরি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

লোকসভা নির্বাচনে কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র কংগ্রেস দখল করবে বলে বিজেপিকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে ঘোষণা অসম প্রদেশ সভাপতি ভূপেন বরার

এটাকে অলীক কল্পনা বলে আখ্যা দিয়ে কংগ্রেসের শুধুমাত্র একটি আসনে জেতার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাসক বিরোধীর তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কংগ্রেস তথা বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে সর্বাধিক সক্রিয় রূপে দেখা গেছে। আসন্ন নির্বাচনে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে লোভ হচ্ছে বলে ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এবার লোকসভা নির্বাচনে কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র কংগ্রেস দখল করবে বলে বিজেপিকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেছেন তিনি। তবে এটাকে অলীক কল্পনা বলে আখ্যা দিয়ে কংগ্রেসের শুধুমাত্র একটি আসনে জেতার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের সিইএম তুলিরাম রংহাং এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা আসন্ন নির্বাচনে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে লোভ হচ্ছে বলে মন্তব্য করার পর শাসক পক্ষকে এই সংক্রান্ত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে দেখা গেছে। তবে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রতা প্রকাশ করার পর এবার নতুন মন্তব্য করে রাজনীতি ফেরে উত্তপ্ত করে তুলেছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। প্রসঙ্গত তৃণমূল কংগ্রেসের বজালি এবং নলবাড়ির একাংশ নেতাকর্মী সোমবার কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছে। জেলা দুটোর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, উপসভাপতি, মহিলা নেত্রী সহ কুড়ি জনের অধিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মী মহানগরের জি এস রোড স্থিত দলীয় মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে সভাপতি ভূপেন বরার উপস্থিতিতে কংগ্রেসের দলের প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন। এদিনের যোগদান কার্যসূচিতে কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী, মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর, মানুষ বরা, কঙ্কন দাস, রাতুল কলিতা, বেদব্রত বরা প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এই যোগদান অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন আগামী ৩ ডিসেম্বর লোকসভা নির্বাচন রাজ্যের ফলাফল সম্পর্কে তিনি আসন ভিত্তিক আগাম ভাবে সবিস্তার তথ্য তুলে ধরবেন। অর্থাৎ তিনি আগামী ৩ ডিসেম্বর ভবিষ্যত্বাণী করতে চলেছেন। তবে সেই দিন রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা নির্বাচন ফলাফল সম্পর্কে সবিস্তার মন্তব্য করলেও এদিন আপাতত দুটি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ফলাফল ঘোষণা করেছেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্র দখল করতে চলেছে। আপাতত কোকরাঝাড় এবং ডিফু কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। এই দুটি আসনে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত বলে ঘোষণা করে এক্ষেত্রে বিজেপিকে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ভূপেন বরা বলেন রাজ্যের বাকি লোকসভা আসনের ক্ষেত্রে ফলাফল আগামী ৩ ডিসেম্বর বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেবেন।

কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার এই ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবে শাসক পক্ষে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শাসক পক্ষের তরফে একাধিক নেতা এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন ভূপেন বরা বর্তমান অলীক কল্পনা করছেন। তার এই কল্পনা কখনো সত্য হবে না। তবে বিজেপি মিত্র জোট বারটি আসন দখল করার পর কংগ্রেসের হয়তো একটি আসনে জয়লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ বিজেপি মিত্র জোট ১২ টি, কংগ্রেস একটি এবং অন্য কোনো দল ১ টি। এক্ষেত্রে অন্য কোনো দল হিসাবে এআইইউডিএফ'কে বুঝিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে কখনোই ১ টির বেশি আসন দখল করতে পারবে না। এক্ষেত্রে সভাপতি ভূপেন বরা যতই ভবিষ্যত্বাণী করছেন কিংবা ঘোষণা করছেন সেটা কাজে লাগবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের সিইএম তুলিরাম রংহাং এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা কিসের ভিত্তিতে কি ঘোষণা করছেন। কংগ্রেস ডিফু লোকসভা আসন দখল করার কথা বলছেন অথচ এই কেন্দ্রের অধীনে থাকা ১৪ টি ওয়ার্ড বর্তমান বিজেপির দখলে রয়েছে। কংগ্রেসের দখলে একটিও ওয়ার্ড নেই। কংগ্রেস সম্পূর্ণ শূন্য। অথচ দলটির সভাপতি বলছেন কংগ্রেস ডিফু লোকসভা আসনে জয়লাভ করতে চলেছে। এমনকি সভাপতি ভূপেন বরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহ প্রকাশ করা কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্রে এক লক্ষ কার্বি ভোট রয়েছে। সেখানের স্থানীয় মানুষ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তারা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। তাছাড়া ভূপেন বরা নিজের বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দুই বার পরাজিত হয়েছেন। এভাবে একের পর এক পরাজয় বরণ করা কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করার বিষয়টি হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়েছেন কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের সিইএম তুলিরাম রংহাং। অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বলেন কংগ্রেস সভাপতি দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নাম ঘোষণা করে নিশ্চিত জয়ের দাবি করছেন। দুটি কেন কংগ্রেস ১৪ টি আসোনি জয়লাভ করবে বলে ভূপেন বরাকে কল্পনা করার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা।

প্রচার মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের লোকসভা নির্বাচনের অনানুষ্ঠানিক প্রার্থী তালিকা

নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে এক প্রকারে বিদায় বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর, প্রবেশ গৌরব গগৈর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিরোধী পক্ষের নির্বাচন কেন্দ্রিক তৎপরতা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষই নিজেদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে বিরোধী পক্ষ বিশেষ করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের তরফে এবার রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য গোপনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত ভর তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই বিষয়টি ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক হুলুস্তুলের সৃষ্টি হয়েছে। মূলত প্রচার মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের লোকসভা নির্বাচনের অনানুষ্ঠানিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে এই সংক্রান্তে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। এমনকি নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈকে এক প্রকারে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। তার স্থানে দলীয় নেতা গৌরব গগৈর প্রবেশ ঘটছে।

সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন দল মিলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হওয়ার পর সভাপতি ভূপেন বরা রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। তবে শুধুমাত্র প্রস্তুত করা নয় সেই তালিকা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের মাধ্যমে দিল্লির হাইকমান্ডের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি এই ধরনের কর্মকাণ্ডের পর বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা অন্যান্য দলগুলো তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল। তবে এরপর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের নেতারা মহানগর এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, অসম জাতীয় পরিষদ, সিপিআইএম ইত্যাদি দলগুলো আসনের দাবি জানিয়েছিল। তবে অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাইজর দল প্রথমে আসনের দাবি জানালেও পরবর্তীকালে নিজেদের স্থিতি থেকে সরে দাঁড়ায়।

আগামী ৩০ নভেম্বর ডিব্রুগড়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আযোজন করা হয়েছে। সেই বৈঠকে আসন ভাগাভাগি সংক্রান্তে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের নেতাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে কার্যসূচিতে রয়েছে। তবে এই প্রস্তাবিত বৈঠকের বহু আগেই আচমকা প্রচার মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের লোকসভা নির্বাচনের অনানুষ্ঠানিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা স্বয়ং নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য ভাবে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈকে এক প্রকারে বিদায় ঘটিয়ে তার স্থানে বর্তমান কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ গৌরব গগৈর নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ফলে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ যেকোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া অনুযায়ী বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুস্মিতা দেবের তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সূর্যকান্ত সরকার কিংবা অশোক বৈদ্যের নামে মোহর পড়তে পারে। তাছাড়া শোনিতপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা, ডিব্রুগড় লোকসভা কেন্দ্রে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ, যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী, লক্ষিমপুর লোকসভা কেন্দ্রে রানী নরহ, ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ওয়াজেদ আলী চৌধুরী, বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রে আব্দুল খালেক, কোকরাঝাড় লোকসভা কেন্দ্র থেকে গর্জন বসুমতির কিংবা প্রবীন বড়ো, দরং ওদালগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মাধব রাজবংশী কিংবা বসন্ত দাস, গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রে মীরা বরঠাকুর, ডিফু লোকসভা কেন্দ্র থেকে ক্লেংডোন ইংতি কিংবা জয়রাম ইংলেং এর নাম রয়েছে।

তবে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবার বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ নয় বরং কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ গৌরব গগৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। অর্থাৎ গৌরব গগৈ ইন এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈ আউট। তাছাড়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চের মূল আহবায়ক তথা কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কাজিরাঙ্গা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক প্রকারের প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। এমনকি তিনি স্বয়ং এক্ষেত্রে আগ্রহী বলে ইতিমধ্যে সাংবাদিকদের কাছে খোলাসা করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তাছাড়া প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী বলেন গত এক দেড় মাস আগে সভাপতি ভূপেন বরা তাকে বলেছিলেন যে গৌরব গগৈ যদি কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন তাহলে তিনি এক্ষেত্রে আগ্রহী হয়ে রয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতি জাকির হোসেন শিকদার বলেন সভাপতি ভূপেন বরা যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটার ক্ষেত্রে দল সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাবে। কংগ্রেস সভাপতি জন্য আরো মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠুক সে ক্ষেত্রে তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

টুকরো খবর

এলেন অক্টোভিয়ান হিউম প্রতিষ্ঠা করা কংগ্রেসে বর্তমান লুরিনজ্যোতি - অখিল গগৈ অন্যতম মুখপাত্র মন্তব্য বিজেপি অসম প্রদেশের

মনিশংকর যেভাবে পাকিস্তানের সমর্থন চেয়েছিলেন একইভাবে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন ভরা চীনকে সমর্থন করা বামপন্থীর শরণাপন্ন হয়েছেন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এবার ফের শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী পক্ষের বাদ বিতন্ডা। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বিজেপির সমালোচনা করার পর এবার গেরুয়া দলটি এর প্রত্যুত্তর দিয়েছে। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ চন্দ্র বলেন এলেন অক্টোভিয়ান হিউম প্রতিষ্ঠা করা কংগ্রেসে বর্তমান লুরিনজ্যোতি - অখিল গগৈ অন্যতম মুখপাত্র হিসাবে স্থান পেয়েছেন। ভারত থেকে বিজেপি সরকারকে সরানোর জন্য মনিশংকর যেভাবে পাকিস্তানের সমর্থন চেয়েছিলেন ঠিক একই ধারা বজায় রেখে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন ভরা চীনকে সমর্থন করা বামপন্থীর শরণাপন্ন হয়েছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন কংগ্রেস বর্তমান হতাশাগ্রস্ত। এর জন্য দলটির সভাপতি ভূপেন বরার মুখে বর্তমান নেতিবাচক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক কালো অধ্যায় গুলো হয়তো ভূপেন বরা ভুলে গেছেন। হিন্দু দেব দেবীকে অপমান করা কংগ্রেসী নেতা এবং স্বয়ং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বর্তমান দলের প্রতিষ্ঠাতা এলেন অক্টোভিয়ান হিউমের মার্গদর্শনে পরিচালিত হচ্ছেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাপক এলেন অক্টোভিয়ান হিউম ভারতীয় ছিলেন না। ফলে কংগ্রেসের দলীয় চিন্তা চর্চায় বিভাজনকামী এবং বিভেদ কামি এজেন্ডা গুলোর প্রতিফলন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন ২০১৫ সালে কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনি শংকর আইয়ার পাকিস্তানি গিয়ে ভারতবর্ষের বদনাম করে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পাকিস্তান থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন। এবার ঠিক একই ভাবে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা অসমের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য চীনের সমর্থক নৈরাজ্যবাদী বামপন্থীর শরণাপন্ন হয়েছেন। তবে শুধু সেটা নয় তাদের বিরোধী শক্তির মুখপাত্রের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিছু মনে প্রস্তুত করা অবাস্তব ভিত্তিহীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচারের মাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস। কিন্তু দলটি হয়তো ভুলে গেছে তাদের মঞ্চের প্রথম সারিতে বসে থাকা নেতাদের বৃহৎ বৃহৎ কেলেঙ্কারির জন্য তাদের সরকারের পতন ঘটেছিল। তিনি বলেন লুরিনজ্যোতি গগৈ এবং অখিল গগৈ বর্তমান সুখরাম, কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির নায়ক সুরেশ কালমাদি, আদর্শ হাউসিং কেলেঙ্কারির নায়ক বিলাস রাও দেশমুখ, কয়লা কেলেঙ্কারি নায়ক ড০ মনমোহন সিংহ, জমি কেলেঙ্কারি নায়ক রাহুল গান্ধী, ন্যাশনাল ব্যাম্বু মিশন কেলেঙ্কারির নায়ক রকিবুল হোসেন, মদের কেলেঙ্কারের নায়ক মনিশ শিসোডিয়া এবং ভূপেন্দর সিং হুদ্দার এর জমি কেলেঙ্কারি স্বপক্ষে ওকালতি করার জন্য মুখপাত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ এখন ৮৫৫ জন শহীদের হত্যাকারী কংগ্রেসের বুকে ওঠে সাংসদ হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। একদিকে সাধারণ জনতাকে দেখিয়ে শহীদ বেদীতে মাথা নত করছেন অন্যদিকে কংগ্রেসের পায়ে পড়ছেন। তারেক দুমুখো রাজনীতি সাধারণ মানুষ ঠিকই বুঝতে পারছেন। অসম সরকারের সমালোচনার নামে নিম্ন রুচিকর এর শব্দ বাক্যের ব্যবহার করে রাজনৈতিক বাতাবরণ প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চ এর জবাব রাজ্যের সাধারণ জনতা থেকে খুব তাড়াতাড়ি পাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র। সুভাষ দত্ত বলেন কংগ্রেস রাজ্যের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সীমা সমস্যা সমাধান হওয়াটি চাইছে না। আন্ত রাজ্য সীমান্ত সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে আগের মত সীমা বিবাদ অশান্তিকর পরিস্থিতি অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং তরল বক্তব্যর মাধ্যমে সীমান্তের পরিস্থিতি জটিল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলো সঙ্গে সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গঠন করা কেবিনেট পর্যায়ের আঞ্চলিক সমিতি গুলোতে কংগ্রেসের বিধায়কদের সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা দলীয় বিধায়কদের যুগাত্মক ভাবে সীমানা সমস্যার সমাধান ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ করাটি চাইছেন না। এমনকি কংগ্রেস দলের বিধায়কদের সরকারি কার্যসূচি গুলোতে অংশগ্রহণ না করার জন্য হুমকি দিয়েছেন। অসমে কংগ্রেস সরকার থাকার সময় এই রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে বিভিন্ন নতুন রাজ্য গঠন হয়েছিল। কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে সীমা সমস্যা সমাধান করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের আমলে নতুন ভাবে সৃষ্টি হওয়া কোনো রাজ্যের সীমা সমস্যা নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন দলটির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছট পূজো ঘাট গুলোকে পরিদর্শন করছেন খোদ পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পুলিশের আধিকারিকরা

জলপাইগুড়ি ঃ বিপদজনক ঘটনাকে রুখতে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছট পূজো ঘাট গুলোকে পরিদর্শন করছেন খোদ পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পুলিশের আধিকারিকরা। তেমনি শুক্রবার দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়ী দিঘির এবং নতুন ব্রিজ, মাসকলাই বাড়ি ঘাট সহ ছট পুজোর বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করতে। জেলা পুলিশ সুপার তিনি বলেন গোটা জেলা নজর পুলিশ ও প্রশাসন নিরাপত্তা ছট পুজো ঘাট গুলিকে, যদি কোন অপীতিকর ঘটনা না ঘটে। মোতায়েন থাকবে সিভিল ডিফেন্সে প্রতিটি ঘাটে।

ছট পুজো উপলক্ষে মহানন্দা নদীর বিভিন্ন এলাকার ঘাটগুলিতে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করলো পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ

মালদা ঃ ছট পুজো উপলক্ষে মহানন্দা নদীর বিভিন্ন এলাকার ঘাটগুলিতে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করলো পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবস্থিত মহানন্দা নদীর ঘাটগুলির তদারকি করেন সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম সহ স্থানীয় কাউন্সিলারেরা। উল্লেখ্য, রবিবার সাড়ম্বরে দেশজুড়ে পালিত হবে ছট পুজোর উৎসব । এদিন বিকেলে ছট পুজোর সম্পূর্ণ হওয়ার পর সোমবার ভোরে পুনরায় সেই ছট পুজো পালন করবেন ভক্তেরা। তার আগেই মহানন্দা নদীর ঘাট গুলির বর্তমান কি পরিস্থিতি রয়েছে, সে ব্যাপারে পরিদর্শন করেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা । যেসব এলাকায় মহানন্দা নদীর ঘাটের সমস্যা রয়েছে, সেখানে ইতিমধ্যে পরিচ্ছন্নতার কাজও শুরু করে দেওয়া হয়েছে। পুরাতন মালদা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট পুরসভার মোট ২০টি ওয়ার্ডে মধ্যে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড মিলিয়ে মহানন্দা নদীর ২১টি ঘাট রয়েছে। যেখানে প্রতিবছরই কয়েক হাজার ভক্তেরা নদীতে নেমে ছট পুজো পালন করেন। সেইসব নদীর বর্তমান পরিস্থিতি কি রয়েছে, বিভিন্ন ঘাটগুলিতে জলের গভীরতা কত রয়েছে তা এদিন তদারকি করে দেখেন পুরাতন মালদা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন এলাকায় পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর সেগুলিকে নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত বাঁশ এবং লাল ফিতের দড়ি দিয়ে ব্যারিকেট করে রাখা হয়। যাতে করে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যেই ভক্তেরা নদীতে নেমে ছট পুজো উৎসব পালন করতে পারেন। এছাড়াও ছট পুজোর দিন পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে যন্ত্রচালিত নৌকা এবং স্পীড বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন নদীর ঘাটগুলির নজরদারি চালানো হবে। পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, প্রতিবছরই দীপাবলি উৎসবের পর থেকেই মহানন্দা নদীর ঘাটগুলি সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়। বর্তমানে এই ঘাট গুলির যেখানে অপরিষ্কার রয়েছে, সেখানে অস্থায়ীভাবে পরিছন্নতার কাজ করা হচ্ছে। যারা ছট পুজোয় অংশ নেন, তাদের জন্য নদীর ঘাট নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত ব্যারিকেড করে ঘিরে রাখা হচ্ছে, যাতে কোনরকম দুর্ঘটনার আশঙ্কা না থাকে। এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন মহানন্দা নদীর ঘাটগুলি পরিদর্শন করে দেখা হয়েছে। এইসব ঘাটগুলিতে রাতেও আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে । এছাড়া পুরোকর্মীরা বিভিন্ন নদীর ঘাট গুলিতে নজরদারি চালাবেন। ছট পুজো উপলক্ষে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন নদী ঘাটগুলোতে জোর প্রস্তুতি। অপরদিকে ছট পুজোর উপলক্ষে বাঁশের তৈরি বাঁশের বিভিন্ন কুলো ও ডালির পসরা সাজিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে বিক্রেতারা। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন নদীর ও পুকুর ঘাট গুলোর পাশাপাশি ময়নাগুড়ি ব্লকের জর্দা নদীর ঘাটে পুরো দমে চলছে ছট পূজার ঘাট নির্মাণের কাজ। জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় এই কাজ শুরু হল এবছর এই প্রথম। আনুমানিক ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যায়ে জর্দা নদীর ঘাটে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো, প্যান্ডেল, আলো, সেই সঙ্গে ঘাট সংস্কারের কাজ চলছে পুরো দমে। যদিও যদিও ময়নাগুড়ি পুরসভা এবং ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি যৌথভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় দুই লক্ষ ৬০ হাজার টাকার কি কাজ এই কাজ এই কাজ ময়নাগুড়ি জর্দা নদীর ঘাটে ছট পূজা উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে বিহারী জনকল্যাণ মঞ্চের পক্ষ থেকে রামকুমার সা, সঞ্জয় মাহাতো বলেন এই প্রথম ময়নাগুড়ি ছট পূজার ঘাটে এসডি এর পক্ষ থেকে সবকিছু করা হচ্ছে এই জন্য তাদের পক্ষ থেকে এস, জে, ডি, এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানান।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বীরশা মুণ্ডার ১৪৮ তম জন্মজয়ন্তী

আলিপুরদুয়ারঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বীরশা মুণ্ডার ১৪৮ তম জন্মজয়ন্তী । আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় শ্রদ্ধার সহিত পালিত হল বীর বীরশা মুণ্ডা জন্মজয়ন্তী । কালচিনি ব্লকের সাঁতালি ময়দানে আদিবাসী উন্নয়ন দফতর আলিপুরদুয়ার জেলা পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা স্তরীয় বীরশা মুণ্ডা জন্মজয়ন্তী পালিত হয় । উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক,পুলিশ সুপার,জেলাপরিষদর সভাধিপতি,কালচিনি বিডিও সহ বিশিষ্টজনরা

RASHTRIYAKHABAR.COM

ভারতই কি বিশ্বকাপের আসল 'চোকার্স'

আহমেদাবাদ ঃ বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর অনেক প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে ভারত। এই হারের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভারতের শিরোপাখরা আরও বাড়ল। অথচ সেমিফাইনালসহ টানা ১০ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রায় লাখখানেক দর্শকের সামনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেটে হেরেছে রোহিত শর্মার দল। ফাইনালে সেভাবে প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি ভারত। আগে ব্যাট করে তোলে মাত্র ২৪০ রান। শুরুতে একটু চাপে পড়লেও ট্রাভিস হেডের শতকে জয় তুলে নিতে অসুবিধা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। এই হারের পর ভারতের খেলোয়াড়, ভক্ত ও সংবাদকর্মী থেকে প্রায় সবাই স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হয়েছেন। ভারতের ক্রীড়া সংবাদকর্মী আর কৌশিক বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, 'এটা অস্বীকার করা যায় না যে সর্বশেষ বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট জয়ের পর ১০ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। সেমিফাইনালের হারগুলো দেখলে ধারাটা বোঝা যায়। সম্ভবত পরিকল্পনাতেই ভুল ছিল। সেটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে বড় মঞ্চে তারা পারে না কিংবা নির্দিষ্ট দিনে তারা খারাপ খেলেছে। তবে এটা বলা কঠিন যে মানসিকভাবে তারা স্থবির ছিল।' ২০১৩ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সর্বশেষ বৈশ্বিক শিরোপা জিতেছিল ভারত। পরের বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে হারে তারা। দুবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও জিততে পারেনি। আর এবার ঘরের মাঠে রোহিতের দল বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠায় আশায় ছিলেন ভারতের সমর্থকেরা। কিন্তু এবারও হলো না। গত পাঁচ মাসের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয় কোনো ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারল ভারত। এর আগে গত জুনে হেরেছিল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। ১৯৮৩ ও ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী ভারত ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হেরেছে। গতকাল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম থেকে বের হওয়ার পথে বিরাট কোহলির জার্সি পরা আবির সাইনি নামে এক ভক্ত এএফপিকে বলেছেন, 'ভারতই আসল চোকার্স, নতুন চোকার্স তারা। ভালো খেলে কিন্তু ফাইনালে পারে না।' সেমিফাইনাল পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে বলতে গেলে পাত্তাই দেয়নি ভারত। এ কারণে রোহিত-কোহলিদের নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল ভারতের ক্রিকেট-পাগল জনতা। কিন্তু হারের পর স্বয়ং ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কাছেও এর ব্যাখ্যা নেই। ২০২১ থেকে এই বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের কোচের দায়িত্ব পাওয়া দ্রাবিড় বলেছেন, '(হারের) উত্তরটা জানা থাকলে বলে দিতাম। আমার মনে হয় দিনটাই আমাদের ছিল না। আমরা ভালো খেলিনি।' দ্রাবিড় নির্দিষ্ট কোনো কারণ বলেননি। তাঁর ভাষ্য, 'নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই যেটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। আমরা ভালো ব্যাটও করিনি।' ভারতের সংবাদমাধ্যম রোহিতদের খেলার প্রশংসা করলেও 'হিন্দুস্তান টাইমস' লিখেছে, ব্যাটিং লাইনআপ লম্বা না থাকার 'নির্মম শিক্ষা' পেয়েছে তাঁরা। ভারতের আরেকটি সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' লিখেছে, 'হতাশা নয়, আসুন ভারতের দলকে নিয়ে আনন্দ করি।' তবে ফাইনালের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভারতের তুলনা চলে না। এ পর্যন্ত আটবার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলে ছয়বারই জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর জেষ্ঠ সম্পাদক ওসমান সামিউদ্দিন এএফপিকে বলেছেন, গতকালের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ছিল পরিষ্কার 'আন্ডারডগ'। ভারতের এ দলটি তাঁর চোখে সর্বকালের সেরা (ভারতের)। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জয়ের কারণ হিসেবে পেসারদের দারুণ বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের প্রশংসা করেছেন সামিউদ্দিন। তিনি লিখেছেন, 'তারা অস্ট্রেলিয়া বলেই বিশ্বকাপ জিতেছে।'

ফাইনালের 'টস, কন্ডিশন' ও যেসব বিষয় বড় করে দেখছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা

আহমেদাবাদ ঃ ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রাভি শাস্ত্রী ও সাঞ্জায় মানজ্রেকার বলেছেন টস ও কন্ডিশনের কারণেই ভারত ফাইনাল ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে বোলিং নিয়েছে এবং খুব অনায়াসেই ভারতকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে।

২৪০ রানের লক্ষ্য শুরুর দশ ওভারে কঠিন মনে হলেও মার্নাস ল্যাবুশেইনের ধৈর্য্য ও ট্রাভিস হেডের দাপুটে ব্যাটিংয়ে সহজেই ছয় উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

এটা অস্ট্রেলিয়ার ষষ্ঠ ওয়ানডে বিশ্বকাপ শিরোপা, আটবার ফাইনাল খেলে ছয়বার শিরোপা জিতেছে দলটি। প্যাট কামিন্সের অধীনে অস্ট্রেলিয়া এই বছর ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও জয় পেয়েছে। এর আগে এই ব্যাচের ক্রিকেটাররা ২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে সফলতম দল হিসেবেই এগিয়ে যাচ্ছে।

এবারের বিশ্বকাপ আসরে ভারত শুধুমাত্র ফাইনালেই প্রথম অলআউট হয়েছে, অন্তত দুই দফায় টানা এক ঘণ্টা কোনও বাউন্ডারি মারতে পারেনি ভারতের ব্যাটাররা।

উইকেট নিয়ে কী বললেন শাস্ত্রি ও মানজ্রেকার?

রাভি শাস্ত্রি বলেন, উইকেট ছিল মন্থর এবং অস্ট্রেলিয়া মাঠে নামার আগে উদ্বিগ্ন ছিল এটা নিয়ে। টসে তারা ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শাস্ত্রির মতে, অস্ট্রেলিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে, দারুণভাবে বল করেছে এবং উইকেটের যে ধীরগতি সেটাকে কাজে লাগিয়েছে।

বিশেষত অস্ট্রেলিয়া সুরিয়াকুমার ইয়াদাভকে যেভাবে বল করে থামিয়ে রেখেছে সেটার প্রশংসা করেছেন শাস্ত্রি।

তার বিশ্লেষণে উঠে এসেছে সুরিয়াকুমার ইয়াদাভকে ভালোভাবে চেনেন অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা। সুরিয়া গতিকে কাজে লাগিয়ে ভালো ব্যাট করেন, তাই তাকে একেবারে ধীরগতির বল দিয়ে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছেন অজি বোলাররা। সুরিয়া একটি হতাশাময় টুর্নামেন্ট কাটালেন এবার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের জন্য সুপরিচিত এই ভারতীয় নাম নিজের দক্ষতাকে ওয়ানডে ক্রিকেটে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সঞ্জয় মানজ্রেকার বলেছেন, এই খেলাটা এতোটাই পরিবেশ নির্ভর ছিল যে অস্ট্রেলিয়া টস জিতে আর ভাবেনি, বোলিং নিয়ে নিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার এই জয়ের পেছনে সঞ্জয় দেখছেন খাঁটি ক্রিকেটীয় যুক্তি, বাস্তবতা এবং উইকেট যেটা অস্ট্রেলিয়া খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

ফাইনালের আগে থেকেই আহমেদাবাদের রাতের আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। রাতের একটা সময়ে উইকেটে আর্দ্রতার কথা বলা হচ্ছিল কিন্তু ততক্ষণে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জয়ের জন্য যথেষ্ট রান তুলে ফেলেছে। মানজ্রেকার বলেছেন, সিদ্ধান্তটা দারুণ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া কারণ যে পরিমাণ শিশির এখানে রয়েছে তাতে ব্যাট করাটা তুলনামূলক সহজই। বিকালে যে উইকেটে ভারত ব্যাট করেছে সেটায় ব্যাট করা কঠিন ছিল বলে মনে করছেন সাঞ্জায় মানজ্রেকার।

তার বিপরীতে অস্ট্রেলিয়া যখন ব্যাট করেছে তারা স্বস্তিতে ছিল, এরপর শিশির এলো এবং এটাকে অস্ট্রেলিয়ার জন্য একটা 'বিশাল বোনাস' বলেই মনে করছেন ভারতের এই সাবেক ক্রিকেটার।

ভারত যখন ব্যাট করছিল তখন বল সহজেই ব্যাটে আসছিল না।

রোহিত শর্মা আউট হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটাররা ওভারপ্রতি আট করে রান তুলছিল।

১০ ওভার থেকে ৫০ ওভার পর্যন্ত কখনোই এই রান রেট পাঁচের ওপর ওঠেনি।

পরে ব্যাট করা সহজ হয়ে উঠেছে বলছেন ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।

রক্ষণাত্মক ছিল ভারত?

মানজ্রেকার বলছেন, গোটা পরিবেশের প্রভাব পড়েছে ভারতের স্পিনারদের বোলিংয়ে যেটা দলটার বড় শক্তি।

যে কারণে মাঝের ওভারগুলোতে অস্ট্রেলিয়া পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যাট করেছে ১৯২ রানের জুটি গড়েছেন ট্রাভিস হেড ও মার্নাস ল্যাবুশেইন। মানজ্রেকার বলেন, ভারত মূলত কন্ডিশনের কারণেই হেরেছে, যেটা প্রমাণিত হয় কুলদীপ ইয়াদাভ ও রাভিন্দ্রা জাদেজা যখন যথেষ্ট টার্ন পাননি উইকেট থেকে।

ভারত বাউন্ডারি মারতে হিমশিম খেয়েছে গোটা ইনিংসেই।

এমনকি এক ট্রাভিস হেডই গোটা ভারতীয় ক্রিকেট দলের চেয়ে ফাইনালে বেশি বাউন্ডারি মেরেছেন।

রাভি শাস্ত্রি বলেছেন, ভারতের যদি কোনও সমালোচনা করতে হবে তবে সেটা রক্ষণাত্মক ক্রিকেট। তবে শুধু ব্যাটিংয়ে না, বোলিংয়ের দিক থেকেও ভারত রক্ষণাত্মক ছিল বলেই মনে করেন তিনি, যেমন অস্ট্রেলিয়ার ৩ উইকেট ফেলে দেয়ার পর আরও আগ্রাসী হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেন তিনি।

রাভি শাস্ত্রির মতে, স্লিপ দেয়া প্রয়োজন ছিল, ফিল্ড সেটাপ আরও আক্রমণাত্মকর করা প্রয়োজন ছিল। ২৪১ রানের টার্গেট দিয়ে প্রতিপক্ষকে আটকাতে হলে আপনার উইকেটের বিকল্প নেই।

ট্রাভিস হেড যেন 'অ্যাডাম গিলক্রিস্ট'

ট্রাভিস হেড গত রাতে প্রায় একাই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ জিতিয়ে এনেছেন।

ম্যাচের কোনও মুহূর্তেই তাকে চাপে মনে হয়নি। ফাইনাল ম্যাচ, দর্শকদের প্রেসার কিছুই তাকে কাবু করতে পারেনি।

ট্রাভিস হেড চলতি বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও ম্যাচ উইনিং পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন।

ট্রাভিস হেডের এমন একটি ইনিংসের পর আজ উঠে এসেছে প্রয়াত কিংবদন্তী ক্রিকেটার শেন ওয়ার্নের ২০১৬ সালে করা একটি টুইট যেখানে তিনি লিখেছেন, আমি ক্রিকেটার ট্রাভিস হেডের ভক্ত। আমি মনে করি সব ফরম্যাটের জন্য অস্ট্রেলিয়ার এক সম্পদ হয়ে উঠবেন ট্রাভিস হেড। ট্রাভিস হেডের ১৩৭ রানের ইনিংসটি মনে করিয়ে দিলো ২০ বছর আগে রিকি পন্টিংয়ের বিশ্বকাপ ফাইনালে ১৪০ রান, একই প্রতিপক্ষ ভারতের বিপক্ষে।

অস্ট্রেলিয়া প্রতিবারই বিশ্বকাপ ফাইনালে এমন নায়োকচিত পারফর্মার পেয়ে যায়।

যেমন ১৯৯৯ সালে শেন ওয়ার্ন, ২০০৩ সালে রিকি পন্টিং, ২০০৭ সালে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট আর এবারে ট্রাভিস হেড।

মাইকেল ভন ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফে একটি লেখায় এই জয়টিকে 'অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সেরা বিশ্বকাপ জয়' বলে আখ্যা দেন। কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন আহমেদাবাদের গোটা মঞ্চই তৈরি হয়েছিল ভারতের হাতে কাপ তুলে দেয়ার জন্য।

'এক সমুদ্র সমর্থকদের মধ্যে ১১ জন অস্ট্রেলিয়ান যে পারফরম্যান্স দেখালো সেটা অতুলনীয়'।

ভারত আসলে কতোটা ভালো দল?

ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর যদিও কোনও দলেরই প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব মেলানোর মতো অবস্থা থাকে না কিন্তু ভারত ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের পর টানা তিন বিশ্বকাপে মোট ২৮ ম্যাচ খেলে মাত্র চারটিতে হেরেছে, যার মধ্যে দুটি সেমিফাইনাল আর একটি গতরাতের ফাইনাল।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া গত সাতটি ক্রিকেট বিশ্বকাপের পাঁচটিতেই চ্যাম্পিয়ন।

গোটা টুর্নামেন্টজুড়ে ভারতের ক্রিকেট ছিল নিখুঁত। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ছিল শ্রেয়তর দল। এটাই বাস্তবতা।

ভিরাট কোহলি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কারটি হাতে নিয়েছেন মলিন মুখে, তার ব্যাটে ৭৬৫ রান এসেছে।

এক আসরে ক্রিকেট বিশ্বকাপে অন্য কোনও ব্যাটারের ৭০০ রান নেই।

মোহাম্মদ শামি এই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি।

রোহিত শর্মা, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেল রাহুল প্রত্যেকে নিজেদের কাজটা ভালোভাবে করেছেন গোটা টুর্নামেন্টে।

কিন্তু ফাইনাল ম্যাচে ১ লাখ ৩০ হাজার দর্শকের স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলো ভারত।

অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তী ফাস্ট বোলার ব্রেট লি মনে করেন, স্লো পিচটাই ভারতের হারের বড় কারণ, এটাই ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গাটাকে লাঘব করেছে।

লি বিশ্বাস করেন ভারতের যে মানের ফাস্ট বোলার ছিল তাদের উচিত ছিল বাউন্সি পিচে খেলা এটা শামি-বুমরাদের জন্য ভালো হতো।

ফক্স স্পোর্টসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে লি বলেন, যদি আপনি দেখেন উইকেটে টার্ন ছিল এবং যত বেলা গড়ালো সেটা ব্যাটারদের জন্য সহজ হয়ে এল। আমি অবাক হয়েছি যে ভারত এমন ফাস্ট বোলারদের নিয়ে এমন উইকেট কেন বেছে নিলো।

ব্রেট লি বিশ্বাস করেন, কাপটা ভারতেরই নেয়ার কথা ছিল কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলটা ভীষণ জেদি এই জেদের সামনে ভারত টিকতে পারেনি।

ভারতের এই দলটার দারুণ এই টুর্নামেন্টের কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়, তিনি প্রেস কনফারেন্সে জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে চালিয়ে যাবেন কি না সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি অনিশ্চিত তবে এই দলটা নিয়ে তিনি গর্বিত।

ক্রিকেটের জনপ্রিয় উপস্থাপক হারশা ভোগলে লিখেছেন, এই দলটাই টানা ১০ ম্যাচে জিতে এই পর্যায়ে এসেছেন আর এর পেছনে ছিলেন একজন ব্যক্তি- রাহুল দ্রাবিড়। গোটা সময় তিনি ছিলেন পর্দার আড়ালে। সামনে এলেন যেদিন দল হারলো, প্রেসের মুখোমুখি হলেন, ক্রিকেটারদের সমর্থনে কথা বললেন।

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩- সেরা একাদশ

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ এর সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে কিছুক্ষণ আগে।

কুইন্টন ডি কক, রোহিত শর্মা, ভিরাট কোহলি, ড্যারেল মিচেল, কে এল রাহুল, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, রাভিন্দ্রা জাদেজা, জসপ্রিত বুমরাহ, দিলশান মধুশানাকা, অ্যাডাম জাম্পা ও মোহাম্মদ শামি।

বিশ্বকাপের টুকিটাকি

সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত স্কোর - গ্লেন ম্যাক্সওয়েল অপরাজিত ২০১ রান বনাম আফগানিস্তান।

সবচেয়ে বেশি রান ভিরাট কোহলি (৭৬৫)।

সবচেয়ে বেশি উইকেট মোহাম্মদ শামি (২৪)।

সেরা ব্যাটিং গড় ভিরাট কোহলি ৯৫.৬২।

আমরা যুদ্ধবিরতি চুক্তির কাছাকাছি : হামাস

কাতার (ওয়েবডেস্ক)ঃ কাতারে বসবাসরত হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়া টেলিগ্রামে এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর কাছাকাছি রয়েছি।' তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু তিনি বলেননি। একটি সম্ভাব্য চুক্তির কাছাকাছি থাকার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রও। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ইসমাইল হানিয়া বলেছেন, তাঁরা কাতারের মধ্যস্থতাকারীদেরকে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে অতর্কিত হামলা চালিয়ে দেশটির বেশ কিছু নাগরিককে জিম্মি করে হামাস। তাদের মুক্তি দিতে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালাচ্ছে কাতারসহ বিভিন্ন পক্ষ।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মুখপাত্র জন কিরবি বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস, আমরা কাছাকাছি আসছি।' এ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা কাজ করছেন বলেও উল্লেখ করেন।

এর আগে কিরবি বলেছিলেন মধ্যস্থতাকারীরা নারী, শিশু ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মুক্তির বিষয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। চুক্তি সন্নিকটে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও।

তবে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির চুক্তি নিয়ে হামাসের সবশেষ বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি ইসরায়েল। কাতারভিত্তিক মধ্যস্থতার বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে শুরু থেকেই বিরত থাকছে ইসরায়েল। তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ইসরায়েলের চ্যানেল টুয়েলভ টেলিভিশন নাম প্রকাশ না করে সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে, তারা (চুক্তির) কাছাকাছি রয়েছেন।

গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত হন। ২৪০ জনকে বন্দি করে নিয়ে যায় হামাস। যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে।

প্রথমবারের মতো এত বেশি তাপমাত্রা দেখল বিশ্ব

ব্রাসেলস ঃ বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার রেকর্ড গত শুক্রবার প্রথমবারের মতো শিল্পায়নের আগের স্তরের চেয়ে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ইউরোপের কোপার্নিকাস জলবায়ু মনিটর গতকাল সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, পরদিন শনিবারও সম্ভবত অভূতপূর্ব উষ্ণতার এ ধারা অব্যাহত ছিল।

অস্বাভাবিক তাপমাত্রার একের পর এক মাস ২০২৩ সালকে ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণতম বছরে পরিণত করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অংশে খরা, ব্যাপক দাবানল ও ভয়ংকর ঝড়ের ঘনঘটা চলে আসছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের নতুন তথ্যানুসারে, ১৭ নভেম্বর বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রাক্শিল্প স্তরের গড় থেকে ২ দশমিক শূন্য ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের উপপ্রধান সামান্থা বার্গেস বলেন, এই প্রথম বিশ্বের তাপমাত্রা ১৮৫০-১৯০০ সালের স্তরের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ছিল।

কোপার্নিকাস এক্সে (টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, প্রাথমিক তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে, রেকর্ডটি গত শনিবার পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এদিন তাপমাত্রা প্রাক্শিল্প স্তরের গড় থেকে প্রায় ২ দশমিক শূন্য ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

তাপমাত্রার সঠিক তথ্য আজ মঙ্গলবারের মধ্যে নিশ্চিত করার কথা জলবায়ু মনিটরের।

২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি সই হয়। চুক্তিতে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার প্রাক্শিল্প স্তরের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়। তারপর চেষ্টা থাকবে গড় তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখার। উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাব এড়াতে তাপমাত্রা কমানোর লক্ষ্যে বিশ্বকে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন বিশেষজ্ঞরা।

দুর্গাপূজায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়নি, বেড়েছে আসামে : বিডিএফ

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের আসামে পৃথক রাজ্যের আন্দোলনের দাবিতে বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (বিডিএফ) মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন, আসামে ভাষাগত সংখ্যালঘু বাঙালিদের ওপর দুর্গাপূজায় যে হামলা হয়েছে, তা নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনাই এ দেশে হয় না।

বরাক উপত্যকার শিলচরে বিডিএফ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য দিতে গিয়ে গতকাল সোমবার এ কথা জানান প্রদীপ দত্ত রায়।

প্রদীপ দত্ত রায় অভিযোগ তুলে বলেন, এবারের দুর্গাপূজায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো হামলা হয়নি। ভারতের আসাম রাজ্যে ১ কোটি ২০ লাখ বাঙালি বসবাস করে।

সেখানে ২৪টি পূজা মণ্ডপে বাংলা ব্যানার টেনে নামিয়েছে এবং মণ্ডপসজ্জা নষ্ট করেছে দুষ্কৃতকারীরা। এক মাস আগে দুর্গাপূজা হয়েছে, আজ পর্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। কারও বিচার হয়নি।

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রদীপ দত্ত রায় বলেন, 'এবারের দুর্গাপূজা এটা প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ একটা ভূমিকা এখন পর্যন্ত রয়েছে এবং তা বজায় রাখতেও প্রধানমন্ত্রী তৎপর। আমরা আশা করতে পারি, আগামী দিনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের হিন্দুদের সুরক্ষা কখনোই বিঘ্নিত হবে না।'

বাঙালি-অধ্যুষিত এবং বাংলাদেশ লাগোয়া বরাক উপত্যকায় পৃথক রাজ্যের আন্দোলনে বর্তমানে সরব বিডিএফ। সেখানে বাঙালিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বাড়ছে, বাঙালিদের রাজনৈতিক প্রভাব কমছে এবং বরাক উপত্যকায় বিধানসভার আসন ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে বিডিএফ অভিযোগ তুলেছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েক মাস ধরে তারা সেখানে পৃথক বাংলাভাষী রাজ্যের দাবিতে সরব।

টুকরো খবর

ব্যাংক ঋণের 'গ্যারান্টার' হওয়ার আগে যা জানা প্রয়োজন

ঢাকা ঃ একটি ঋণের প্রয়োজনে ২০১৯ সালে ব্যাংকে আবেদন করেন আনিসুর রহমান। কিন্তু তার সেই আবেদন আটকে যায় সিআইবি রিপোর্টের কারণে। এর আগে নিজে ঋণ না নিলেও কর্মক্ষেত্রে এক সহকর্মীর ব্যাংক ঋণের জামিনদার হয়েছিলেন তিনি। আর সেই সহকর্মী সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় কেবল জামিনদার হওয়ার কারণেই এই সমস্যার মুখে পড়তে হয় মিস্টার রহমানকে। মিস্টার রহমানের মতো এই সমস্যায় পড়েছেন আরও অনেকে। কেবল ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত না হওয়া এবং অসচেতনতার কারণে এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন যে কেউ। তাই কারও ব্যক্তিগত ঋণের জামিনদার হওয়ার আগে কিছু বিষয় জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরি।

ব্যাংক ঋণে কেন জামিনদার প্রয়োজন?

ব্যাংক মূলত দুই ধরনের ঋণ দেয়। একটি হলো সম্পত্তি জামানত নিয়ে এবং অন্যটি কোন ধরনের জামানত ছাড়া। প্রথম ক্ষেত্রে সম্পত্তি জামানত বলতে বোঝানো হয় জমিজমা, সম্পত্তি, সঞ্চয়পত্র বা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো সম্পত্তি বা আর্থিক সম্পদ বন্ধক রাখার বিপরীতে ঋণ নেয়া। ঋণ গ্রহীতা ঋণ শোধ করতে না পারলে এসব সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাংক অর্থ আদায় করে থাকে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন সম্পত্তি জামানতের প্রয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে ঋণ নিতে হলে একজন জামিনদারের দরকার পড়ে। কোন কারণে যদি ঋণ গ্রহীতা তার দেনা পরিশোধে অপারগ হন, তাহলে সেই অর্থ উদ্ধারের জন্য ব্যাংক এই জামিনদারের কাছে যায়। জামিনদার নির্বাচনে ব্যাংকের কিছু মানদণ্ড থাকে বলে জানান বেসরকারি প্রাইম ব্যাংকের ফাস্ট এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার মোঃ এহতেশামুল হক খান। আমরা মূলত দেখি যাকে জামিনদার করা হচ্ছে তার সামর্থ্য (আর্থিক) আছে কিনা। অর্থাৎ আবেদনকারী যদি ঋণ পরিশোধ করতে না পারেন সেক্ষত্রে যেন জামিনদার সেটা ফেরত দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, বলেন তিনি। এই মানদণ্ডের মধ্যে জামিনদারের বয়স, ব্যক্তিগত আয় এবং সিআইবি রিপোর্টের মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় বলে জানান এই ব্যাংক কর্মকর্তা।

সিআইবি রিপোর্ট কী?

সিআইবির পূর্ণ রূপ হলো ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো। এটি মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি ডেটাবেজ সিস্টেম। ঋণগ্রহীতা বা আবেদনকারীর বিশ্বস্ততা নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এই কেন্দ্রীয় ক্রেডিট ডেটাবেস তৈরি করেছে, যাতে করে আবেদনকারীর ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা এবং আগে নেয়া ঋণের ক্ষেত্রে তার আচরণ বিশ্লেষণ করা যায়। বাংলাদেশের কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যদি কোন ব্যক্তি ঋণ নেয় বা কারো ঋণের জামিনদার হয় তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সেই তথ্য নথিভুক্ত থাকে। ফলে নতুন করে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তির সিআইবি রিপোর্ট দেখেই তা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেয়।

অসচেতনতায় জামিনদার?

প্রায় আট বছর আগে সহকর্মীর জামিনদার হওয়ার সময় অনেকটা চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মিস্টার রহমান। ওই মুহূর্তে অত কিছু ভাবিনি। উনি আমার কলিগ (সহকর্মী), এক সঙ্গে চাকরি করছি। স্মার্ট স্যালারি পাচ্ছেন, যা দিয়ে অনায়াসে লোন ফেরত দিতে পারবেন। মানুষও ভালো। সবমিলিয়ে আসলে কোন কিছু চিন্তা না করে, বিশ্বাসের কারণে এটা করেছিলাম বলেন তিনি। এক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মকর্তারা ঠিকভাবে তাকে এই বিষয়ে বোঝাননি বলেও অভিযোগ করেন এই ব্যবসায়ী। তবে এমন অভিযোগ মানতে নারাজ ব্যাংক কর্মকর্তা মিস্টার খান। তার মতে অন্তত তিনটি ধাপ পেরিয়ে একটি ঋণ অনুমোদন হয়। আর প্রতিটি ধাপেই জামিনদারকে ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত করা হয় বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে বিভিন্ন নথিতে সই করাসহ জামিনদারকে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে এতগুলো ধাপ পেরিয়ে ঋণের সম্পর্কে একজন জামিনদারের না জানার কোন সুযোগই নেই বলে মনে করেন তিনি। তবে অসচেতনতার কারণে অনেকে বিষয়গুলো সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

আইন কী বলে?

ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পর ঋণগ্রহীতা যদি তা পরিশোধ করতে না পারেন, তবে তার দায়ভার জামিনদারের ওপর আসবে বলে ২০০৩ সালের অর্থ ঋণ আদালত আইনের ৬-এর ৫ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূল ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সময় তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা বা তৃতীয় পক্ষ জামিনদারকে বিবাদী করা হবে এবং আদালতের রায়, আদেশ বা ডিক্রী সবার বিরুদ্ধে যৌথ ও পৃথকভাবে কার্যকর হবে। মামলাও সবার বিরুদ্ধে একইসাথে পরিচালিত হবে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধে অপারগ হয় তবে সেই ঋণের দায়ভার সমানভাবে জামিনদারের ওপর যাবে এবং আদালতের মাধ্যমে তাকে এই অর্থ ফেরত দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এএসএম সাকিব শিকদার বলেন, ব্যক্তিগত ঋণে যেহেতু ব্যাংকে কিছু গচ্ছিত রাখা হয় না, ফলে অর্থ আদায় না হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করবে। সেক্ষেত্রে আদালত থেকে ব্যাংক রায় পেয়ে গেলে একই আইন অনুযায়ী প্রথমে ঋণ গ্রহীতার থেকে অর্থ নেবে, তার থেকে না পেলে জামিনদারের থেকে বাকি অর্থ উদ্ধার করবে। আর মূল ঋণ গ্রহীতার কাছে অর্থ নেই বলেই যেহেতু সে সেই অর্থ ফেরত দিতে পারেনি, তাই এর বড় দায়ভার চলে যায় জামিনদারের কাঁধে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঋণ ১০ লাখ টাকার জামিনদার হলেও, যে নিয়েছে সে দিতে পারে না। ফলে ঋণ বাড়তে বাড়তে ৩০ লাখ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গ্রহীতার যেহেতু ঋণ শোধের অবস্থা থাকে না, সেক্ষেত্রে জামিনদারের ওপর ৩০ লাখ টাকার পুরোটাই চলে আসে বলেন মিস্টার শিকদার।

'হতে পারে কারাদণ্ড'

সাধারণত ঋণ গ্রহীতা পরপর তিনটি কিস্তি দিতে না পারলে প্রথমে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলো পদক্ষেপ নেয় বলে জানান ব্যাংক কর্মকর্তা মিস্টার খান। সেখানে ঋণের অর্থ উদ্ধার না করা গেলে শুরু হয় আইনি প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে প্রথমে ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদারের বিরুদ্ধে চেকের মামলা করা হয় এবং পরে অর্থঋণ মামলা করা হয়। দেওয়ানি আটকাদেশের ক্ষেত্রে অর্থঋণ আদালত ছয়মাস পর্যন্ত জামিনদার এবং ঋণ গ্রহীতা দুজনকে টাকা শোধের জন্য দায়ী করে আটকাদেশ দিতে পারে। আইনের ৩৪ ধারায় এটা বলা আছে, বলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এএসএম সাকিব শিকদার। এই ধরনের বিষয়ে যেহেতু কোন আর্থিক লাভ থাকে না, তাই এসব ক্ষেত্রে জামিনদার হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন এই আইনজীবী। এছাড়া ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে হলেও যার জামিনদার হচ্ছে তার সেই দেনা পরিশোধের সামর্থ্য আছে কি না তা জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

জামিনদার হওয়ার ক্ষেত্রে আগে কেবল স্বাক্ষর প্রয়োজন হলেও এবছর আগস্টে জামিনদারের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ নেয়া বাধ্যতামূলক করে সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়াও ঋণ দেয়ার সময় জামিনদার হবার আইনী বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে জামিনদারকে জানানোর দায়িত্ব ব্যাংকারদের। সবশেষ এই সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বেশ কিছু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে বলা হয়েছে

১। ঋণ নেয়ার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জামিনদারকে জানতে হবে। একইসঙ্গে নেয়া ঋণ গ্রহীতা ফেরত দিতে পারবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ।

২। জামিনদার হওয়ার আগে ঋণ সংক্রান্ত চুক্তির শর্ত ভালো করে জানা ও বোঝা উচিত। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়া যেতে পারে।

৩। সাদা কাগজে সই করা থেকে বিরত থাকা।

৪। ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তবে তার সঙ্গে জামিনদারও খেলাপি হবেন এবং তার সিআইবি রিপোর্টে প্রভাব পড়বে।

৫। ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামিনদাতা তা পরিশোধে বাধ্য হবে। সেক্ষত্রে ওই পরিমাণ অর্থ দেয়ার সামর্থ্য আছে কি না তা ভেবে দেখা।

এছাড়া জামিনদার হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লিখিতভাবে সম্ভাব্য দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জেনে নেয়াও প্রয়োজন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
22:11:2023

নির্দেশ দিয়ে নেতাকর্মীদের আন্দোলনে সক্রিয় করে তুলতে পারবে বিএনপি?

ঢাকা ঃ বর্তমান সরকারের পতদ্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে গত তিন সপ্তাহ ধরেই অবরোধ ও হরতালের মত কর্মসূচী পালন করে চলেছে বিএনপি। যদিও একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা করা হলেও দলটির নেতাকর্মীদের তেমন সক্রিয় উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। বিএনপির নেতাকর্মীদের অনেকের বিরুদ্ধেই মামলা বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। অনেকে বলছেন তারা আত্মগোপনে আছেন। এমন পরিস্থিতিতে নেতাকর্মীদের মাঠে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিএনপির শীর্ষ পর্যায় থেকে। কিন্তু এভাবে তাদের কতটা সক্রিয় করে তোলা যাবে, আন্দোলনের লক্ষ্য কতটা অর্জিত হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। ২৮শে অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশ কেন্দ্র করে সহিংসতা ও গ্রেফতারের পর থেকে একের পর এক হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে বিএনপি। আন্দোলন সফল করার জন্য কীভাবে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের আরও সক্রিয় করে তোলা যায়, তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো যায়, এ নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে বিএনপির শীর্ষ মহলে। বিএনপির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদের মধ্যে এখন গ্রেফতার আতঙ্ক রয়েছে।

ইসরায়েলি 'মোসাদ' যেভাবে ইরাক থেকে সোভিয়েত যুদ্ধবিমান ছিনতাই করে

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ মের আমেত যখন ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধান হলেন ১৯৬৩ সালের ২৫ শে মার্চ, তখন তিনি বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইসরায়েলের সুরক্ষায় মোসাদের সবচেয়ে বড় অবদান কী হতে পারে? সকলেই বলেছিলেন যে তারা যদি কোনওভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা মিগ টুয়েন্টি ওয়ান বিমান ইসরায়েলে আনতে পারে তাহলে সেটা একটা দুর্দান্ত কাজ হবে। আসল কাহিনী অবশ্য শুরু হয় যখন এজার ওয়াইজম্যান ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর প্রধান হন।

তিনি প্রতি দু'তিন সপ্তাহে মের আমেতের সঙ্গে সকালের নাস্তা করতেন। সেরকমই এক বৈঠকে মের আমেত তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি মি. ওয়াইজম্যানের জন্য কী করতে পারেন।

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে মি. ওয়াইজম্যান উত্তর দিয়েছিলেন, আমি একটি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান চাই।

মের আমেত তার বই 'হেড টু হেড'-এ লিখেছেন, আমি মি. ওয়াইজম্যানকে বলেছিলাম, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? পুরো পশ্চিমা বিশ্বে একটিও মিগ বিমান নেই।

কিন্তু মি. ওয়াইজম্যান তার কথায় অটল হয়ে রইলেন। তিনি বললেন, যে করেই হোক আমাদের একটা মিগ টুয়েন্টি ওয়ান চাই। এর জন্য আপনি আপনার সব শক্তি লাগিয়ে দিন। আমি রহভিয়া ওয়ার্ডিকে দায়িত্ব দিলাম, যিনি এর আগে মিশর আর সিরিয়া থেকে ওই বিমানগুলি আনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, লিখেছেন মি. আমেত।

তার কথায়, আমরা অনেক মাস ধরে পরিকল্পনা করেছিলাম, তবে আমাদের সবথেকে বড় সমস্যা ছিল যে এই কাজটা করা হবে কী করে!

খোঁজ পাওয়া গেল এক ইরাকি পাইলটের

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬১ সাল থেকে আরব দেশগুলোকে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান দেওয়া শুরু করে। ডোরন গেলর তার প্রবন্ধ 'স্টিলিং এ সোভিয়েত মিগ অপারেশন ডায়মন্ড'-এ লিখেছেন, ১৯৬৩ সালের মধ্যে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের বিমান বাহিনীগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে নিয়েছিল। রাশিয়ানরা এই বিমানের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের গোপনীয়তা বজায় রাখত। আরব দেশগুলোকে বিমান দেয়ার সবথেকে বড় শর্ত ছিল, বিমানটি তাদের ভূমিতে থাকলেও বিমানের নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের হাতেই থাকবে, লিখেছেন মি. গেলর। পাশ্চাত্যের কারোই মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের ক্ষমতা নিয়ে কোনও ধারণা ছিল না।

মি. গেলর লিখেছেন, মি. ওয়ার্ডি আরব দেশগুলিতে এই সম্পর্কে খোঁজখবর করতে শুরু করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে ইরানে ইসরায়েলি সামরিক অ্যাটাশে ইয়াকভ নিমরাদির কাছ থেকে তিনি (মি. ওয়ার্ডি) খবর পেলেন যে তিনি (মি. নিমরাদি) ইয়োসেফ শিমিশ নামে একজন ইরাকি ইহুদিকে চেনেন, যিনি আবার দাবি করেছিলেন যে তার সঙ্গে একজন ইরাকি পাইলটের পরিচয় আছে, যার পক্ষে ইরাক থেকে একটা মিগ টুয়েন্টি ওয়ান ইসরায়েলে আনা সম্ভব।

মি. শিমিশ অবিবাহিত ছিলেন এবং হই হুল্লোড় করে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত ছিলেন। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাদের পূর্ণ আস্থা জয় করার এক আশ্চর্যজনক ক্ষমতা ছিল তার। বাগদাদে মি. শিমিশের একজন খ্রিস্টান বান্ধবী ছিলেন, যার বোন কামিলা ইরাকি বিমান বাহিনীর খ্রিস্টান পাইলট ক্যাপ্টেন মুনির রেডফাকে বিয়ে করেছিলেন।

মি. শিমিশ জানতেন যে মুনির রেডফা একটা বিষয়ে অখুশি ছিলেন কারণ তিনি একজন খুব দক্ষ পাইলট হওয়া সত্ত্বেও তার পদোন্নতি হয় নি। আবার নিজের দেশেরই কুর্দি গ্রামগুলোর ওপরে বোমা বর্ষণ করতে নির্দেশ দেওয়া হত তাদের।

যখন তিনি তার অফিসারদের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলেন, তখন তাকে বলা হয় যে খ্রিস্টান হওয়ার কারণে তার পদোন্নতি হবে না এবং কখনও তিনি স্কোয়াড্রন লিডার হতে পারবেন না।

মি. রেডফা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে ইরাকে তাদের আর থাকার কোনও মানে নেই। মি. শিমিশ প্রায় এক বছর ধরে তরুণ পাইলট মি. রেডফার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরে শেষমেশ তাকে গ্রিসের এথেন্স যেতে রাজি করান।

ইরাকি কর্মকর্তাদের মি. শিমিশ জানান, মি. রেডফার স্ত্রীর গুরুতর অসুস্থ এবং পশ্চিমা চিকিৎসকদের দেখালেই তাকে বাঁচানো সম্ভব। তাদের অবিলম্বে গ্রিসে নিয়ে যাওয়া উচিত।

তিনি কর্মকর্তাদের এটাও বোঝান যে মি. রেডফাকেও তার স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত, কারণ তিনি পরিবারের একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইংরেজি বলতে পারেন।

ইরাকি কর্তৃপক্ষ রাজি হয়ে যায় এবং মুনির রেডফাকে তার স্ত্রীর সঙ্গে এথেন্সে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর আরেক পাইলট কর্নেল জিভ লিরনকে মি. রেডফার সঙ্গে এথেন্সে দেখা করতে পাঠায় মোসাদ। মোসাদ মি. রেডিফের জন্য কোড নাম দিয়েছিল 'ইয়াহোলোম', যার অর্থ হীরা। আর ওই পুরো মিশনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন ডায়মন্ড'।

একদিন জিভ লিরন মি. রেডফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যদি আপনার বিমানটা নিয়ে ইরাক ত্যাগ করেন তবে সবথেকে বেশি কী হতে পারে? জবাবে মি. রেডফা বলেন, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। কোনও দেশই আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হবে না।

একটা দেশ আছে যারা আপনাকে স্বাগত জানাবে। তার নাম ইসরায়েল, বলেছিলেন মি. লিরন।

একদিন চিন্তাভাবনা করার পর মি. রেডফা একটি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান বিমান নিয়ে ইরাক থেকে বেরিয়ে আসতে রাজি হন।

পরে, একটি সাক্ষাৎকারে মি. লিরন বলেছিলেন মি. রেডফার সঙ্গে তার কী কী কথা হয়েছিল। গ্রিস থেকে তারা দুজনেই রোমে যান। সেখানে মি. শিমিশ এবং তার এক বান্ধবীও এসেছিলেন।

এর কয়েকদিন পর ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে রিসার্চ অফিসার হিসাবে কর্মরত ইয়েহুদা পোরাতও সেখানে পৌঁছন।

ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা এবং মি. রেডফার মধ্যে কীভাবে যোগাযোগ থাকবে, সেটা রোমেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। মাইকেল বার জোহার আর নিসিম মিশাল তাদের বই 'দ্য গ্রেটেস্ট মিশন অফ দ্য ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিস মোসাদ'-এ লিখেছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে মি. রেডফা যখন ইসরায়েলি রেডিও স্টেশন 'কোল' থেকে বিখ্যাত আরবি গান 'মারহবাতেঁ মারহাবতেঁ শুনতে পাবেন, সেটাই হবে তার ইরাক ত্যাগের সংকেত।

মি. রেডফার ধারণা ছিল না যে মোসাদের প্রধান মের আমেত রোমেই বসে নিজে তার ওপর নজর রাখছেন।

ব্রিফিংয়ের জন্য মি. রেডফাকে ইসরায়েলে ডাকা হয়েছিল, যেখানে তিনি মাত্র ২৪ ঘণ্টা ছিলেন। সেই সময়েই তাকে বিস্তারিত পরিকল্পনা জানানো হয়। সেখানেই তাকে গোপান কোডও দেওয়া হয়।

ইসরায়েলি গুপ্তচররা তাকে তেল আবিবের প্রধান সড়ক অ্যালেনবি স্ট্রিটে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় তাফার একটি ভালো রেস্টুরেন্টে তাদের খাবার খাওয়ানো হয়।

সেখান থেকে মি. রেডফা আবারও এথেন্সে যান এবং জাহাজ বদল করে বাগদাদে ফেরেন। গোপন পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়।

আরও একটা সমস্যা ছিল - পাইলটের পরিবারকে কী করে আগে থেকেই প্রথমে যুক্তরাজ্য আর তারপরে যুক্তরাষ্ট্রে সরিয়ে দেওয়া যায়।

মি. রেডফার বেশ কয়েকজন বোন এবং ভগ্নীপতিও ছিল যাদের আগেই ইরাক থেকে বের করে আনা জরুরি ছিল। কিন্তু তাদের পরিবারকে ইসরায়েলে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হল। মাইকেল বার জোহার এবং নিসিম মিশাল লিখেছেন, এই গোটা পরিকল্পনা সম্পর্কে মি. রেডফার স্ত্রী কামিলার কোনও ধারণা ছিল না আর মি. রেডফাও তাকে সত্যিটা বলতে ভয় পেয়েছিলেন।

মুনির রেডফা স্ত্রীকে শুধু বলেছিলেন যে তিনি একটা লম্বা সময়ের জন্য ইউরোপে যাচ্ছেন। দুই সন্তানকে নিয়ে স্ত্রীকে আগেই আমস্টারডামে যেতে বলেন মি. রেডফা।

সেখান থেকে তাদের জন্য অপেক্ষারত মোসাদের লোকেরা তাদের প্যারিসে নিয়ে যায়, যেখানে জিভ লিরনের সঙ্গে মিজ কামিলার দেখা হয়। ওই লোকেরা যে কারা, সে ব্যাপারে মি. রেডফার স্ত্রীর কোনও ধারণাই করতে পারেন নি।

মি. লিরন স্মৃতিচারণ করেছেন, ওদের একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্টে রাখা হয়েছিল যেখানে শুধু একটি ডবল বেড ছিল। আমরা একই বিছানায় বসেছিলাম। ইসরায়েলে ফিরে যাওয়ার আগের রাতে মিজ. কামিলাকে বলেছিলাম যে আমি একজন ইসরায়েলি অফিসার এবং তার স্বামী পরের দিন সেখানে পৌঁছবেন।

তিনি সারা রাত ধরে কেঁদেছিলেন, বলছিলেন যে তার স্বামী একজন বিশ্বাসঘাতক আর যখন তার ভাইয়েরা জানতে পারবে যে তিনি কী করেছেন তখন তারা তাকে খুন করে ফেলবে। তবে তিনি এটা বুঝে গিয়েছিলেন যে তার সামনে কোনও বিকল্প নেই। একজোড়া ফুলে ওঠা চোখ আর একটি অসুস্থ শিশুকে নিয়ে বিমানে চেপে আমরা ইসরায়েলে ফিরে আসি, লিখেছিলেন মি. লিরন।

ইউরোপের একটি মোসাদ স্টেশনে ১৯৬৬ সালের ১৭ই জুলাই মুনির রেডফার কাছ থেকে একটি সাঙ্কেতিক বার্তা পৌঁছয়, যে তিনি ইরাক থেকে ওড়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছেন।

মুনির রেডফা ১৪ই অগাস্ট একটি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান নিয়ে আকাশে ওড়েন, কিন্তু বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে তাকে বিমানটি ফিরিয়ে নিয়ে রশিদ এয়ারবেসে অবতরণ করতে হয়। পরে মুনির রেডফা জানতে পারেন, বিমানটির ত্রুটি অতটাও গুরুতর ছিল না। আসলে ফিউজের কারণে তার ককপিট ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি, তাই তিনি বিমানটি নিয়ে রশিদ এয়ারবেসে ফিরে আসেন। দুদিন পর আবার একই মিগ টুয়েন্টি ওয়ান নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। পূর্ব নির্ধারিত পথেই বিমানটি উড়তে থাকে।

মাইকেল বার জোহার এবং নিসিম মিশাল লিখেছেন, মুনির প্রথমে বাগদাদের দিকেই উড়ছিলেন, কিন্তু তারপরে বিমানটির মুখ তিনি ইসরায়েলের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ইরাকি কন্ট্রোল রুম বিষয়টি লক্ষ্য করে আর তাকে ফিরে আসার জন্য বারবার বার্তা পাঠায়।

মুনির রেডফা ওই বার্তাগুলোতে কর্ণপাত না করলে কন্ট্রোল রুম হুমকি দেয় যে বিমানটিকে গুলি করে নামিয়ে আনা হবে। এরপর মুনির রেডফা তার রেডিও বন্ধ করে দেন।

ইসরায়েলি আকাশ সীমায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যাতে মুনির রেডফার মিগ টুয়েন্টি ওয়ানটিকে পথ দেখিয়ে ইসরায়েলি বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া যায়, তারজন্য দুজন ইসরায়েলি পাইলটকে মোতায়েন করা হয়েছিল।

বিমানটি ইসরায়েলের মাটি ছুঁল ইসরায়েলের অন্যতম সেরা পাইলট হিসাবে বিবেচিত রেন প্যাকারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মি. রেডফাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার।

রেন প্যাকার বিমানবাহিনীর কন্ট্রোলকে বার্তা পাঠালেন, আমাদের অতিথি গতি কমিয়ে দিয়েছেন আর আঙ্গুল তুলে আমাকে সঙ্কেত দিয়েছেন যে তিনি এবার অবতরণ করতে চান। বাগদাদ থেকে আকাশে ওড়ার ৬৫ মিনিট পর রাত আটটায় মি. রেডফার বিমানটি ইসরায়েলের হৈজোর বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে।

'অপারেশন ডায়মন্ড' শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যে সেই যুগের সবথেকে উন্নত বিমান মিগ টুয়েন্টি ওয়ান ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর দখলে আসে।

অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছিল মোসাদ।

অবতরণের পর শ্রান্ত ও কিছুটা বিচলিত মুনির রেডাফকে হৈজোর বিমান ঘাঁটি বেস কমান্ডারের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেক সিনিয়র ইসরায়েলি কর্মকর্তা তার সম্মানে একটা পার্টি দিয়েছিলেন, তবে ওই সময়ে তিনি কী মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেটা না বুঝেই অনেক সিনিয়র ইসরায়েলি কর্মকর্তা মি. রেডাফের সম্মানে একটা পার্টির আয়োজন করেছিলেন।

মুনির রেডাফ পার্টির এক কোণে বসেছিলেন, একটা কথাও বলেননি তিনি।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে মি. রেডাফ নিশ্চিত হলেন যে তার স্ত্রী - সন্তানরা ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে বিমানে উঠেছে।

মুনির রেডফাকে একটি সংবাদ সম্মেলন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেন, কীভাবে ইরাকে খ্রিস্টানরা নির্যাতিত হচ্ছে এবং কীভাবে তারা নিজেদের জনগণ কুর্দিদের ওপর বোমা বর্ষণ করছে।

সংবাদ সম্মেলন শেষে মি. মুনিরকে তেল আবিবের উত্তরে সমুদ্রতীরবর্তী শহর হার্জেলিয়ায় তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া হয়।

অনেক পরে মের আমেত লিখেছিলেন যে আমি তাকে শান্ত করার, তাকে উৎসাহিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। আমি তাকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে আমরা তার এবং তার পরিবারের জন্য যা কিছু করতে পারি তা করব, কিন্তু মুনিরের পরিবার, বিশেষত তার স্ত্রী সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

মুনির রেডাফ মিগ টুয়েন্টি ওয়ান নিয়ে অবতরণ করার কয়েকদিন পর তার স্ত্রীর ভাই, যিনি ইরাকি বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি ইসরায়েলে পৌঁছন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মি. শিমিশ এবং তাঁর বান্ধবী। তাদের বলা হয়েছিল যে তাদের ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখানে তার বোন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু ইসরায়েলে তার ভগ্নীপতি যখন মুনির রেডাফকে দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেললেন। তিনি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্বাসঘাতক বলে হত্যা করার চেষ্টা করেন।

মুনির রেডাফের ভাই এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তার বোন এ ব্যাপারে কিছুই জানত না।

ভাইকে যতই বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন বোন, কিন্তু তিনি কোনও কিছু মানতে রাজি ছিলেন না। কিছুদিন পরে মি. রেডাফের ভাই ইরাকে ফিরে যান।

ওই মিগ টুয়েন্টি ওয়ান বিমানটি প্রথম ওড়ান ইসরায়েলের সবথেকে দক্ষ বিমান বাহিনীর পাইলট ড্যানি শাপিরা।

বিমানটি নামিয়ে আনার একদিন পর বিমান বাহিনী প্রধান তাকে ডেকে বলেন, আপনিই হবেন প্রথম পশ্চিমা পাইলট যিনি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান ওড়াবেন। আপনাকে এই বিমানটি নিবিড়ভাবে বুঝতে হবে, এর উপকারিতা আর সমস্যাগুলি খুঁজে বার করতে হবে।

মাইকেল বার জোহার ও নিসিম মিশাল লিখেছেন, মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের প্রথম উড়ান দেখতে ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর সব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হতজোরে পৌঁছেছিলেন। সেসময় সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এজার ওয়াইজম্যানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি শাপিরার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলেন তিনি বিমানটি নিয়ে যেন কোনওরকম স্টান্ট করার চেষ্টা না করেন। মি. রেডফাও সেখানে ছিলেন।

ভারতে ১০ দিনের মাথায় সুড়ঙ্গে আটক শ্রমিকদের ছবিতে দেখা গেল

নয়াদিল্লি ঃ উত্তরাখন্ড রাজ্যে সুড়ঙ্গ ধসের ১০ দিনের মাথায় আটকে পড়া শ্রমিকদের ছবিতে দেখা গেল। জানা গেল, তাঁরা সবাই মোটামুটি সুস্থ আছেন। তাঁরা সবাই একে একে ক্যামেরার সামনে আসছেন। কারও কারও হাতে দেখা যাচ্ছে আপেল।

উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা আটকে পড়া শ্রমিকদের প্রত্যেককে অভয় দিয়ে বলছেন, 'মনোবল অটুট রাখুন। খুব শিগগির আপনাদের সবাইকে উদ্ধার করা হবে।' গতকাল সোমবার ভূমিধসের মধ্য দিয়ে ৬ ইঞ্চির ১টি পাইপ ৬০ মিটার দূরত্বে আটকে পড়া শ্রমিকদের কাছে পাঠানো হয়। সেই পাইপ দিয়ে কাচের বোতলে ভরে গরম খিঁচুড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। সঙ্গে পাঠানো হয় নানা ধরনের ফল ও পানির বোতল। বাড়তি পাঠানো হয়েছিল একটা এন্ডোস্কোপিক ফ্লেক্সি ক্যামেরা। আজ মঙ্গলবার সকালে তাতেই ধরা পড়ে আটক শ্রমিকদের ছবি। ভিডিওতে দেখা যায়, নির্মাণশ্রমিকদের জন্য জরুরি হলুদ রঙের হেলমেট অধিকাংশের মাথায় রয়েছে। শুকনা মুখে ৪১ জনই একটা জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের প্রত্যেককে একে একে ক্যামেরার সামনে আসতে বলা হচ্ছে। উদ্ধারকারীরা তাঁদের সঙ্গে ওয়াকিটকি মারফত কথা বলছেন। সরকারের পক্ষ থেকে সেই ভিডিও গণমাধ্যমে প্রকাশও করা হয়। সবাই শারীরিকভাবে মোটামুটি সুস্থ আছেন বলে সরকার দাবি করেছে। উদ্ধারকারীরা তাঁদের মনোবল অটুট রাখতে বলে জানিয়েছেন, শিগগিরই তাঁদের প্রত্যেককে নিরাপদে বের করে আনা হবে। এই ছবি ও ভিডিও আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের জন্য অবশ্যই স্বস্তিদায়ক।

উত্তরাখন্ডের উত্তরকাশী জেলায় নির্মাণাধীন ওই সুড়ঙ্গে ১০ দিন আগে ধস নামে। তাতে আটকা পড়েন ৪১ শ্রমিক। সেই থেকে দিন রাত কাজ চলছে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শ্রমিকদের বের করে আনার। এই কাজে দেশি প্রযুক্তিবিদদের পাশাপাশি সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বিদেশিদেরও। সুড়ঙ্গের মধ্যে অক্সিজেনের সরবরাহ ব্যাহত হয়নি। সেটা সুলক্ষণ। শ্রমিকদের কাছে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ শুরু হয় ঘটনার দিন কয়েক পর। গতকাল ছয় ইঞ্চির পাইপ পৌঁছে দেওয়ার পর উদ্ধারকারী দল এখন যথেষ্ট আশাবাদী। বিভিন্ন দিক থেকে চেষ্টা চালানো হচ্ছে, সুড়ঙ্গের মধ্যে বড় পাইপ ঢোকানোর, যাতে শ্রমিকেরা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সুড়ঙ্গমুখ থেকে ধসের জায়গার দূরত্ব ৬০ মিটার। গতকাল রাত পর্যন্ত ২৪ মিটার পর্যন্ত পাইপ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। সরকারের আশা, শ্রমিকদের উদ্ধার করতে আরও তিন চার দিন সময় লাগবে।